প্রমোদা।

(ডিটেকটিভ উপন্যাস।)

বর্দ্ধমান গৌরডাঙ্গা-নিবাসী

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

এস, কে, শীল এণ্ড এচ্, কে, শীল দ্বারা প্রকাশিত।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ৸০ আনা।

প্রমোদা ।

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ।)

প্রথম শাখা

গাড়ীর মধ্যে ।

রাত্রি প্রায় দশটা। অমাবস্যার রাত্রি। ঘোর দুর্য্যোগময়ী। নিবিড় অন্ধকারে ধরণী মসিময়ী। আকাশে মেঘ। সীমাশূন্য, অনন্ত গগনতল পুঞ্জীভূত ঘোর কৃষ্ণ নীরদজালে সমাচ্ছন্ন। ধরণী-পৃষ্ঠে অন্ধকাররাশি যেমন সীমাশূন্য, পরিধিশূন্য, ছিদ্রবিরহিত, অনন্ত, অপরিমেয়, অনন্তকাশে অম্বুদরাশিরও সেইরূপ সীমা নাই, পরিধি নাই, ছিদ্র নাই, অন্ত নাই। এই দিগন্তসম্প্রসারিত বারিদ-পুঞ্জে আকাশের নীলিমা ঢাকিয়াছে, শোভনা নক্ষত্রবালার মুকুলিত স্ফুরিতাধর কালিমার আবরণে ঢাকিয়া দিয়াছে। ক্ষণদা মুহুর্মুহ বিভাসিত হইয়া, ক্ষণকালের জন্য দিকদিগন্ত আলোকিত করিয়া, পুনরায় সেই লুপ্তরঙ্গ অনন্ত বারিদকোলে লুকাইয়া পড়িতেছে। ক্ষণদার সে ক্ষণিক বিকাশে এই দুর্য্যোগময়ী তমিস্রা রজনীর ঘোরা-ন্ধকার আরও সমধিক অনুভূত হইতেছে মাত্র।

এই সময়ে একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী রসারোডের কোন একটী দ্বিতল বাটীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। যে রাস্তা ভবানীপুর কালীঘাট হইয়া টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেই রাস্তার উপরেই এই বাটীখানি অবস্থিত। বাটীর মধ্য হইতে দুই জন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক আসিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিল। গাড়ীর লণ্ঠনের ক্ষীণালোকে পথবাহী এক বালক দেখিল, পুরুষ দুইজন যেন জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া, স্ত্রীলোকটীকে গাড়ীতে পুরিল। তাহার বোধ হইল, স্ত্রীলোকটীর বয়স অল্প, যুবতী। যুবতী চলিতে পারিতেছে না, টলিতেছে, হেলিয়া পড়িতেছে, একজন তাহাকে ধরিয়া আছে, আর একজন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে।

বালকের মনে সন্দেহ হইল। এ কি ব্যাপার! এত রাত্রে, এ দুর্য্যোগে এ কি ঘটনা! ইহার মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। বালক অন্ধকারে আত্ম লুকাইয়া দণ্ডায়মান হইল। তিন-জন গাড়ীতে উঠিবামাত্র, গাড়ীর দ্বার রুদ্ধ হইল—গাড়ী কলি-কাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল। বলক আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া, শকটচালকের অলক্ষিতে সাবধানে গাড়ীর পশ্চাতে আরোহণ করিল। এই রহস্যের মর্ম্মোদঘাটনের জন্য, তাহার বাল-হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আকাশে এখনও তেমনই মেঘ—মেঘ এখনও সেই রূপ ভাবে চপলা খেলিতেছে। এত মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি নাই। প্রকৃতি গম্ভীরা। ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ সূচিত হইতেছে।

পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ বৃক্ষ। দূরে দূরে স্তম্ভশিরে গ্যাসালোকগুলি অনন্ত তিমিররাশি ঠেলিয়া মৃদু মৃদু

জ্বলিতেছে। পথে লোক জন নাই—নীরব নিস্তব্ধ মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া আছে। নিশির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শকটখানি উর্দ্ধশ্বাসে কলিকাতাভিমুখে ছুটিতেছে। গাড়ী যখন কালীঘাটের সমীপবর্ত্তী হইল, তখন পথের ধূলা উড়াইয়া, বৃক্ষব্রততী কম্পিত করিয়া, অন্ধকার রজনীকে আরও অন্ধকারে ঢাকিয়া, প্রবলবেগে ঝড় উঠিল। ঝড়ে বৃক্ষতলপতিত শুষ্কপত্র আকাশে উড়িল, বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিল, লতা ছিঁড়িয়া মাটীতে পড়িল। ক্রমশই ঝটিকার বেগ বাড়িতেছে—বালক কিন্তু এখনও সেই-রূপ ভাবে গাড়ীর পশ্চাতে বসিয়া আছে। কান পাতিয়া শুনিতেছে, গাড়ীর মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে। ঝড়ের প্রাবল্যে কিছুই শুনিতে পাইতেছে না, মধ্যে মধ্যে কেবল যন্ত্রণাসূচক গোঁ গোঁ শব্দ তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতেছে মাত্র।

ভবানীপুরের মধ্যে গাড়ী আসিলে গাড়বান, গাড়ী থামাইয়া নীচে নামিল। গাড়ীর আলোক নিবিয়া গিয়াছে, বাতি খরিদ করিতে একটী মনোহারী দোকানের নিকট গেল। সেই দোকানের পার্শ্বেই একখানি ছবির দোকান। দোকানদার একটী বালক। রাত্রি হইয়াছে, বালক দোকান বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত বালক গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে অবতরণ করিয়া ছবির দোকানে উপস্থিত হইল। দোকানদার কহিল, "যদু! এত রাত্রে কোথা হইতে?"

বালকের নাম যদু। যদু প্রশ্নকারীর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "গিয়াছিলাম টালিগঞ্জ কিন্তু আপাততঃ গাড়ী-খানির পিছু লইয়াছি।" এই কথা বলিয়া ইঙ্গিতে রাস্তার উপর দণ্ডায়মান গাড়ীখানা দেখাইয়া দিল।

যদুর বন্ধুর নাম সাধুচরণ। সাধুচরণ বিরক্ত হইয়া কহিল, "আবার তোমায় রোগে ধরিয়াছে?"

সাধুচরণের মাথার কেশাকর্ষণ করিয়া যদু মুখভঙ্গিমার সহিত কহিল, "রোগ নয় চাঁদ—রোগ নয়! ইহাতে কত মজা, কি করিয়া বুঝিবে বল।"

সাধুচরণ গাড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, "গাড়ীর মধ্যে আছে কি?"

"সময়ে বলিব"—বলিয়া, যদু দ্রুতপদে দোকান হইতে বাহির হইয়া, পূর্ব্ববৎ গাড়ীর পশ্চাতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী পুনরায় চলিতে লাগিল।

সাধুচরণ দোকান বন্ধ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, "ছোঁড়াটা কোন্ দিন মারা যাইবে। কোন্ দিন, কোন্ বিপদে পড়িয়া প্রাণটা হারাইবে। গোয়েন্দাগিরি করা কি সহজ কাজ—না, তার আমার মত বালকের এ সব শোভা পায়? বারণ করিলে যখন শুনিবে না, তখন আর কি করিব।"

সাধুচরণ বিষাদে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, দোকান বন্ধ করিয়া, বাটী চলিল। বন্ধুর ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সে রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইল না।

দ্বিতীয় শাখা।

—•—

গোয়েন্দা বালক।

আমাদের এই বর্ত্তমান আখ্যায়িকার অপরাপর ঘটনা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, আমরা এই স্থলে, যদুনাথের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া রাখি।

যদুনাথের বর্ত্তমান বাস ভবানীপুরে তাহার মাতামহীর আশ্রয়ে। পূর্ব্বে বরাহনগরে তাহাদের বাস ছিল। পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়াতে, যদুনাথের মাতামহী তাহাকে ভবানী-পুরে আনিয়া, আপনার নিকট রাখিয়া দেন। তাঁহারও সংসারে আর কেহ নাই। স্বামী পুত্র কন্যা সকলেই কালের কোলে শয়ন করিয়াছে, বৃদ্ধা যদুনাথকে নিকটে রাখিয়া, তাহাকে লালন-পালন করিয়া, শোকশল্যে শতধা ছিন্নহৃদয়কে কতকটা ভুলাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতেছেন। যদুনাথও মাতামহীর প্রতি ভক্তিমান।

যদুনাথের বর্ত্তমান বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তাহার উন্নত বলিষ্ঠ দেহ দেখিলে, তাহাকে অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক বলিয়া সহজেই লোকমাত্রের অনুমান হয়। তাহার দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক মুখশ্রী, তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক সারল্যপূর্ণ নেত্রদৃষ্টি, প্রশস্ত মাংসল বক্ষ সবিশেষ মনোজ্ঞ এবং চিত্তাকর্ষক।

যদুনাথ বাল্যকাল হইতেই বড় দুরন্ত। লেখাপড়া শিক্ষায় তত মনোযোগ নাই। বাড়ীর নিকটেই থানা, অবসর পাই-লেই যদুনাথ থানায় গিয়া বসিয়া থাকিত। থানার ইন্‌স্পেক্টর বাবু তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। যদুনাথ থানায় থাকিয় পুলিসের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই তাহার হৃদয়ে পুলিস-কর্ম্মচারী হইয়া, চোর-ডাকাত গ্রেপ্তার করি-বার সাধ বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল। উক্ত ইন্‌স্পেক্টর বাবুটীর নাম হরিনাথ মজুমদার; তিনি একজন খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভ। যদু সদা সর্ব্বদা তাঁহার মুখে রহস্যপূর্ণ জটিল মোকদ্দমার রহস্যোদ্ভেদের গল্প শুনিয়া, তাহারও গোয়েন্দাগিরী করিবার সাধ জন্মিল;—একদিন হরিনাথ বাবুকে আপন মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠি-লেন। অপ্রস্তুত বা লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, তাহার সুন্দর অনিন্দ্য মুখসৌন্দর্য্যে বরং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন, প্রকটিত হইয়া উঠিল। হরিনাথ বাবু তাহার মুখভাব দেখিয়া বুঝিলেন, এ বড় সহজ বালক নহে। উপযুক্ত লোকের নিকট শিক্ষা পাইলে, একদিন ইহার প্রতিভায় জগৎ মুগ্ধ হইবে।

হরিনাথ বাবু ইহার পর হইতে অনেক সময়ে যদুনাথের দ্বারা সামান্য সামান্য তদন্ত করাইয়া লইতেন। যদু এমনিদক্ষ-তার সহিত সে সকল কার্য্যসম্পন্ন করিত যে, তাহা দেখিয়া অনেক সময়ে হরিনাথ বাবুকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইত। ফল কথা, পাকা ডিটেক্‌টিভ হরিনাথ বাবুর নিকট সদা সর্ব্বদা থাকায়, যদুও বাল্যকাল হইতে উক্ত কার্য্যে বেশ পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিল। পাঠশালে বিদ্যাভ্যাসে যে

বুদ্ধি জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, গোয়েন্দাগিরিতে তাহার সেই বুদ্ধি বিকাশোন্মুখী হইয়া উঠিতে লাগিল।

যদু বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং সাহসী। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাহার সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এমন অনেক দিন গিয়াছে, হরিনাথ বাবুর পরামর্শানুসারে কোণ অনুসন্ধানে বাহির হইয়া, সমস্ত দিবস অনাহারে কাটিয়া গিয়াছে—কত বিপদে পড়িয়াছে, তথাপি গোয়েন্দাগিরিতে তাহার বিরক্তি নাই। যথাসময়ে কার্য্যোদ্ধার করিয়া হরিনাথ বাবুকে সংবাদ দিত। তিনি তাহার কার্য্য-নৈপুণ্যে দিনে দিনে এত সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন যে, উর্দ্ধতনকর্ম্মচারীর নিকট পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

উৎসাহ এবং অধ্যবসায় উন্নতির মূলভিত্তি। অধ্যবসায়ী ব্যক্তি অনুষ্ঠিত-কর্ম্মে সাধারণের উৎসাহ পাইলে, দিন দিন তাহার উদ্ভাবনা-শক্তি এবং কর্ম্মতৎপরতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। হরিনাথ বাবুর নিকট উৎসাহ পাইয়া, বালক যদু গোয়ন্দাগিরিতে ক্রমশই দক্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

কিন্তু এই অবলম্বিত গোয়েন্দাগিরির পথে যদুর দুইটী অন্তরায় আসিয়া জুটিল। প্রথম বাধা বৃদ্ধা মাতামহী, দ্বিতীয় বাধা তাহার সহচর সাধুচরণ। তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও যদুকে এই বিপদসঙ্কুল পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পরিল না। তাহার হৃদয়ে যে উচ্চাশা প্রবেশলাভ করিয়াছে, সহজে তাহা বিদূরিত করা মানবশক্তির অতীত। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে, পরিণামে সে একজন পাকা ডিটেক্‌টিভ হইতে পারিবে, পুলিস-বিভাগে তাহার সুনাম প্রচারিত হইবে, এই এখন তাহার জীবনের মূলমন্ত্র।

অদ্য বৈকালে মাতামহীর অনুরোধে পড়িয়া যদু বেহালায় কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। কার্য্য সমাধা করিয়া, সেখান হইতে বাহির হইতে রাত্রি আট্টা হইল। গৃহস্বামী সে রাত্রে তাহাকে সেখানে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু যদুনাথ কিছুতেই থাকিল না। আকাশে ঘনঘটার ভীষণ ভাব দেখিয়া, দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিতেছিল; কিন্তু পথিমধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাদর্শনে তাহার আর বাড়ী আসা হইল না অন্য সামান্য সামান্য বিষয়ে যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, তাহার মধ্যেও যদুনাথ বয়সে বালক হইলেও, চতুর, তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং পরোপকারী। পাঠক ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন

তৃতীয় শাখা।

বাড়ীর মধ্যে।

গাড়ী গড়ের মাঠ অতিক্রম করিয়া, যথাসময়ে জানবাজারের মধ্যবর্ত্তী—নং বাটির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। বাটিখানি ত্রিতল।

গাড়ী দণ্ডায়মান হইবামাত্র যদুও গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে নামিয়া, একখানি বাটির ছায়ায়, অন্ধকার মধ্যে লুকাইয়া রহিল। অথচ এমন স্থানে দণ্ডায়মান হইল, যেখান হইতে বাটীর দ্বার এবং গাড়ী হইতে অবতরণকারীদের উত্তমরূপে দেখা যায়।

গাড়ীর মধ্য হইতে এক ব্যক্তি অবতরণ করিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। অবিলম্বে এক প্রৌঢ়া আলোক হস্তে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার সহিত অবতীর্ণ ব্যক্তির কি কথাবার্ত্তা হইল, যদু তাহা ভাল শুনিতে পাইল না। তাহার পর অপর ব্যক্তিও গাড়ী হইতে নামিল এবং যুবতীর হাত ধরিয়া নামাইল। দুই জনে তাহার দুই হাত ধরিয়া, ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। একজনের স্কন্ধের উপর যুবতীর মাথাটী হেলিয়া পড়িল। দ্বারোন্মোচনকারিণী পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আলোক লইয়া তাহাদের অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

গাড়বান প্রস্থান করিল না, কেবলমাত্র গাড়ীখানিকে সরাইয়া রাখিল দেখিয়া, যদু অনুমান করিল—ইহাদের মধ্যে

কেহ শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সেই জন্য গাড়বান অপেক্ষা করিতেছে।

যদু অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া একবার বাটীখানিকে উত্তমরূপে দেখিয়া লইল। বাটীর দ্বার জানালা রুদ্ধ, তাহার মধ্যে প্রবেশের কোনই উপায় নাই, কিন্তু কোন সুযোগে একবার বাটীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে, সকল সন্দেহের মূলচ্ছেদ হয়।

এই সময়ে বাটীর দরজা খুলিয়া একজন পরিচারক বাহিরে আসিল। সে দৃষ্টিসীমার অন্তরালে যাইবামাত্র, যদুর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই ত সুযোগ উপস্থিত! এই মুহূর্ত্তে সাহস সহকারে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। যদু কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, অসীমসাহসে পঞ্চদশবর্ষীয় বালক একজনের বাটীর মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিল। গাড়বান ঘোড়াকে দানা খাওয়াইতেছিল, এ বিষয় তাহার লক্ষ্য মধ্যেই আসিল না।

সদর দরজার পরেই বামদিকে আর একটী দ্বার, সেটী রুদ্ধ। সম্মুখে আর একটী দরজা—সেটী খোলা, তাহার পরেই বাটীর প্রাঙ্গণ এবং দরদালান। দক্ষিণে একটী সিঁড়ি—স্বল্পালোকিত, এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যদু ভাবিতে লাগিল, এখন কোন্ দিকে যাওয়া কর্ত্তব্য এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না, পরিচারক এখনিই ফিরিবে, তাহাকে এ স্থানে এমন সময়ে দণ্ডায়মান দেখিলে মহানর্থ ঘটিবে—হয় ত

চোর বলিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবে। তবে কি এতদূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইব? না—সে চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

যদু ইতস্ততঃ করিতেছে—এমন সময়ে পশ্চাতে দ্বার উন্মোচন এবং বন্ধের শব্দ হইল। পরিচারক ফিরিয়াছে। যদু নিমেষমধ্যে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইল। তড়িৎবেগে সম্মুখস্থ দরদালানে একটী থামের অন্তরালে লুকাইত হইল। পরিচারকও প্রাঙ্গণাভিমুখে অগ্রসর হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তাহার নিদ্রালস নেত্র যদুকে দেখিতে পাইল না। সে প্রস্থান করিবামাত্র যদু সাহসে ভর করিয়া, অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

সিঁড়ির উপরে লণ্ঠনের মধ্যে একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা দ্বারা সোপানাবলী সম্পূর্ণ আলোকিত হয় নাই। যদু অতি সাবধানে অগ্রসর হইলেও, অল্লালোক সোপানপথে একটী শূন্য বাল্‌তিতে পা পড়িল। টিনের বাল্‌তি—বিষম শব্দ হইল। যদুর মাথা ঘুরিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—ভয়ে জড় সড় হইয়া নীরবে কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ শব্দের কারণ অনুসন্ধানে আসিল না দেখিয়া, যদু সাহস সহকারে পুনরায় সোপানারোহণ করিতে লাগিল।

সিঁড়ির উপরেই বিস্তৃত দালান। দালানের সম্মুখে দুইটী কক্ষ। প্রথম কক্ষদ্বার ঈষন্মুক্ত, তাহা হইতে আলোকচ্ছটা আসিয়া অন্ধকার দালানের কিয়দংশ আলোকিত করিয়াছে। কক্ষমধ্যে কয়েকজনে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। যদু দূর হইতে

তাহাদের কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইল না। যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, নিজের জীবনকে এতদূর বিপন্ন করিয়াছি, তখন আর একটু অগ্রসর হইয়া, কক্ষমধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, শুনিতে দোষ কি? যদু দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইল, কিন্তু অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকের অবস্থা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দালানের অপর কক্ষটী তালাবদ্ধ; সুতরাং তাহা হইতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই। বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা এখন দুই দিক হইতে। যে কক্ষ হইতে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল, তাহার পার্শ্বেই অর্থাৎ দালানের বামভাগে আর একটী সোপান, সেটী ত্রিতলে উঠিবার পথ। এই পথের উপর এবং নীচে নামিবার সোপানপথের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নচেৎ বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

যদু দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, ঈষন্মুক্ত দ্বারপথ পথ দিয়া দেখিল, কক্ষমধ্যে কয়েকজন নরনারী উপবিষ্ট। দুইজন পুরুষ, দুইজনই বাঙ্গালী। ইহাঁরাই গাড়ী করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যস্থলে একটী যুবতী—অর্দ্ধোপবিষ্টা, অর্দ্ধশায়িতা,—পুরুষ দুইজনের বাহুমধ্যে অবস্থিতা, বসিতে পারিতেছে না, ঢুলিয়া পড়িতেছে, যেন কোন প্রকার মাদকের তীব্র শক্তিতে তাহার শরীর অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছে। সম্মুখে আর একটী রমণী উপবিষ্টা, বয়সে প্রৌঢ়া—বেশে বিজাতীয়া। ভাবভঙ্গীতে যদুর তাহাকেই গৃহস্বামিনী বলিয়া অনুমান হইল। দূরে পৃথকাসনে অপর দুইটী স্ত্রীলোক, বেশভূষা এবং ভাবে তাহাদিগকে গৃহস্বামিনীর অধীনা বলিয়া অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। পূর্ব্বে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, যদু শুনিতে

পায় নাই, এক্ষণে গৃহস্বামিনী কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, চলুন, উপরে রাখিয়া আসি, তাহার পর অপরাপর কথাবার্ত্তা হইবে।

পুরুষ দুইজন সম্মতিজ্ঞাপন পূর্ব্বক, যুবতীকে ধরিয়া তুলিল। যদু নিমেষমধ্যে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া, নীচের সিঁড়িতে নামিয়া, অন্ধকারে একস্থানে দণ্ডায়মান হইল। কক্ষস্থ সকলে ত্রিতলে উঠিতে লাগিল। যদুও গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া, ধীরে ধীরে তাহাদের অনুসরণ করিল।

গৃহস্বামিনী আলোকহস্তে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন। ত্রিতলে কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। তাহারই মধ্যে একটীর কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া, গৃহস্বামিনী কহিলেন, "এই প্রকোষ্ঠ।" সকলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ত্রিতলে উঠিয়া যদু যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সকল কক্ষেরই দ্বার জানালা মজবুৎ এবং সুরক্ষিত। ঘরগুলি কারাগৃহের মত ক্ষুদ্র, অপ্রশস্ত এবং কেমন একটা বিষণ্ণতা-মাখা। সহসা আপনা হইতে তাহার মনে হইল, "এ কি কাহারও বসতবাটী, না কোন কয়েদখানা? গৃহের সাজ-সরঞ্জাম এবং ভাব দেখিয়া, ইহাকে আমার কোন প্রাই-ভেট পাগলা হাঁসপাতাল বলিয়াই ধারণা জন্মে।"

যদুনাথের অনুমান যাহাই হউক, পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজন কহিল, "হেলেনা বিবি! খাঁচা মজবুত ত বটে? পাখী পলাইবে না ত?"

গৃহস্বামিনীর নাম হেলেনা বিবি, তিনি হাসিয়া কহিলেন, "কৈ, এতকালের মধ্যে কোন পাখী ত আমার নিকট হইতে

পলায় নাই। আসুন—নীচে আসুন, কোন ভাবনা নাই, আমার লোকেরা তত্ত্বাবধান করিবে।”

যদু মহা বিপদে পড়িল, সে স্থান হইতে ছুটিয়া তাহাদের অজ্ঞাতে নীচে যাওয়া অসম্ভব! ইতস্ততঃ চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, নিকটেই একটা শূন্য পিপা। দ্বিধা না করিয়া, বালক গোয়েন্দা যদু তাহার মধ্যে লুকাইয়া পড়িল।

চতুর্থ শাখা।

—০—

বালকের বিপদ।

পিপার মধ্য হইতে যদু শুনিল, একজন স্ত্রীলোক বলিতেছে, "মেয়েটা নেশার ঝোঁকে জ্ঞানশূন্য। আহা! এমন সুন্দরীর এমন রোগ!"

অপর কহিল, "রাত্রির মধ্যে আর ইহার জ্ঞানের সঞ্চার হইবে না, চল, আমরা শুইতে যাই।"

যদু তাহাদের আর কোন কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইল না। স্ত্রীলোকদ্বয় কক্ষের আলোক নির্ব্বাণ পূর্ব্বক, কক্ষর তালা-বন্ধ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। যদু ধীরে ধীরে পিপার মধ্য হইতে বহির্গত হইল এবং সাবধানে নামিয়া আসিল। দালানের সেই কক্ষদ্বার পূর্ব্ববৎ ঈষন্মুক্ত,—পূর্ব্ববৎ তাহার মধ্য দিয়া আলোকচ্ছটা বিনির্গত হইতেছিল। যদুও পূর্ব্ববৎ দ্বার-দেশে উৎকর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

পূর্ব্বে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, যদু শুনিতে পায় নাই, এক্ষণে হেলেনা বিবি পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম ঘনশ্যাম রায় বলিলেন না?"

ঘন। হাঁ, আমি একজন উকিল। আর ইহার নাম ভজহরি দত্ত, ইনি একজন ডাক্তার।

যদু নাম কয়টী মনের সহিত গাঁথিয়া লইল।

হেলেনা। বেশ, কিন্তু রোগিণীর কোন অভিভাবক আসিলেন না কেন।

ঘন। তিনি বৃদ্ধ, বাটী হইতে বাহির হন না। আমার উপরেই সকল ভারার্পণ করিয়াছেন। আমি প্রতিমাসে নিয়মিত টাকা দিয়া যাইব। বড় ঘরের কথা, বেশী গোলযোগ হয় না।

হেলেনা। আমার নিয়মিত টাকা পাইলেই হইল, কাহার কন্যা, কোথায় বাস কিংবা তাহার সম্বন্ধে কোন গুপ্ত বিষয় জানিবার আমার আবশ্যক নাই। কিন্তু রোগিণীর অবস্থা কিরূপ?

ভজ। অবস্থা তত খারাপ নয়। এই রোগের প্রথম নিকাশমাত্র।

হেলেনা। আপনাকে বোধ হয় মধ্যে মধ্যে আসিতে হইবে?

ভজ। বোধ হয় দরকার করিবে না। স্ত্রীলোকটীর মস্তিষ্কের সামান্য মাত্র বিকৃতি জন্মিয়াছে। সহজে তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া ধারণা হয় না, কিন্তু সহরের মধ্যে উন্মাদ-রোগ-চিকিৎসায় যে কয়জন ডাক্তার সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, যুবতীর মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মিয়াছে।

ঘন। দেখিবেন, যেন তাহার কোন অযত্ন না হয়।

হেলেনা। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভজ। রোগ সামান্য হইলেও, তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন; যেন পলায়ন না করে।

হেলন হাসিয়া কহিলেন, "উপরে যাহা দেখিয়া আসিলেন, তাহাতে পলাইবার কি কোন সম্ভাবনা আছে, বলিয়া বোধ হয় ?"

ভজ। না,—তবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা ভাল। যুবতীর যখন রোগ বৃদ্ধি পায়, তখন সে বলে, 'আমার নাম প্রমোদা আমার বাড়ী * * নং রসারোডে। আমি একজন ধনীর দুহিতা! আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি অতুল বিভবের অধিকারিণী।' মোট কথা, তাহার এ ধারণা সর্ব্বথা ভিত্তিশূন্য। আজ তিন দিন হইল,—মিস্ প্রমোদার মৃত্যু হইয়াছে, এখনও তাহার দেহ সমাধিস্থ হয় নাই। এই যুবতী ঐ প্রমোদার সহিত এক বিদ্যালয়ে পাঠ করিত, দুইজনের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল। প্রিয়সঙ্গিনী প্রমোদার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া অবধি, তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে। আপনাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, আপনি বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।

হেলেনাবিবি হাসিয়া মস্তক সঞ্চালন করিলেন। উকীল বাবু পকেট হইতে তিনখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া, হেলেনার হাতে দিয়া কহিলেন, "এই তিন মাসের বেতন লউন, নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে, আমি আসিয়া আবার তিন মাহার টাকা দিয়া যাইব।"

বিবি সাহেব নোট তিনখানি গ্রহণ করিয়া, প্রাপ্তিস্বীকার স্বরূপ একখানি রসিদ লিখিয়া দিলেন। তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইল, তাঁহারা উঠিলেন। যদু তাঁহাদের অগ্রে বাটী হইতে বহির্গত হইবার জন্য দ্রুতপদে অথচ সাবধানে সোপানাবতরণ করিতে লাগিল। মধ্যপথে আসিয়া বালক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সম্মুখেই আলোকহস্তে একজন স্ত্রীলোক অন্যমনস্ক ছিল, যদুকে

দেখিতে পায় নাই। যদু প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে দিকেও বিপদ—সিঁড়ির উর্দ্ধদেশে উকিলবাবু, ডাক্তারবাবু, এবং হেলেনা বিবি!

বালক বড় বিপদে পড়িল। কোন দিকে পলাইবার পথ নাই। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সুন্দরমুখে আশঙ্কার ছায়া প্রকটিত হইল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। শারদীয় পূর্ণশশীর বিমলশোভা অনিলসঞ্চালিত মেঘকদম্ব দ্বারা যেমন মুহূর্ত্তের জন্য সমাচ্ছাদিত হইয়া, পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বকান্তি পরিগ্রহ করে, সেইরূপ এই অদ্ভুত বালকের মুখকমলের সাহসিকতাপূর্ণ স্বাভাবিক ভাবও মুহূর্ত্তের জন্য আতঙ্কের কালিমায় পরিলিপ্ত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তথায় নির্ভীকতার দিব্যকান্তি ফুটীয়া উঠীল।

যদুর হৃদয় বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। বিপদে পড়িয়াও তাহার হৃদয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না। প্রত্যুৎপন্নমতি তাহার বড়ই প্রখরা। মুহূর্ত্তমধ্যে এ বিপদে কি কর্ত্তব্য, স্থির করিয়া লইল।

গৃহস্বামিনী এবং অপরাপর সকলে বালককে দেখিয়া কিছু ভীত কিছু বিস্মিত। সহসা কাহারও মুখে কোন কথা বাহির হইল না। যদু তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বলিতে লাগিল, "বাবা! একি কালা বোবার বাড়ী! এত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি। কাহারও সাড়াশব্দ নাই! ভবিলাম, বুঝি বা এটা মুকবধির হাসপাতাল! যাহা হউক, লোকের মুখ দেখিতে পাইয়াছি, এই যথেষ্ট।"

যদু এই কথাগুলি এমনি ভাবে, এমনি সুন্দর করিয়া, হাসিয়া হাসিয়া কহিল, যেন তাহার মধ্যে কোন কপটতা কিংবা

মিথ্যার সংস্পর্শমাত্র নাই। তাহার মুখ শুখাইল না, বুক কাঁপিল না, কিংবা সুন্দর স্বচ্ছ নীলোজ্জলনয়নে চঞ্চলতার ক্ষীণরেখাও প্রকটিত হইল না। বিনানুমতিতে রাত্রিকালে একজনের বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, যে স্থানে আসিয়াছে, সে স্থানও যে নিতান্ত নিরাপদ নয়, তাহাও বেশ বুঝিয়াছে তত্রাপি তাহার মনে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে মনে মনে একটী গল্প রচনা করিয়া লইল।

হেলেনা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসী করিলেন, "কে তুই? বাড়ী কোথায়? এখানে কি করিয়া আসিলি?"

প্রশ্নকারিণীর দিকে নীলোজ্জলনেত্র স্থাপন করিয়া যদু কহিল, "আমি যদু, বাড়ী ভবানীপুর, এখানে চলিয়া আসিলাম।"

হেলনা মুখ বিকৃত করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "তা জিজ্ঞাসা করি নাই, বলিতেছি, এখানে কি উপায়ে তুমি আসিলে?"

যদু। ভবানীপুর হইতে ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত গাড়ীতে চড়িয়া, বাকি রাস্তাটুকু পদব্রজে।

হেলেনা বিবির ধমনীতে শ্বেতাঙ্গশোণিত প্রবাহিত আছে, বালকের এ ঔদ্ধত্য তাঁহার সহ্য হইল না। সজোরে সিঁড়ির উপর পদাঘাত করিয়া, রোষকষায়িতলোচনে বালকের পানে চাহিয়া কহিলেন, "চুপ রও শূয়ার! এ বাচালতার স্থান নয়, যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দে।"

বিবি সিঁড়ির উপর :পদাঘাত করিবামাত্র, বালক কৃত্রিম আশঙ্কায় অভিভুত হইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। বিশুষ্ককণ্ঠে জড়িতস্বরে কহিল, "আপনি চুপ করিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন, কি করিয়া তবে আপনার কথার উত্তর দিব?"

বিবির ধৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন হইল, বালকের ঘাড় ধরিয়া কহিলেন, "বাটির মধ্যে কোথা দিয়া আসিলি ?"

যদু অধিকতর ভীত হইয়া, ব্যাকুলনেত্রে বিবির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দরজা দিয়া।"

বিবি। কোন্ দরজা ?

যদু। কেন, ঐ সদর দরজা।

বিবি। মিথ্যা কথা !

এইবার যদুর কৃত্রিম-ভয়শুষ্ক মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল ! কহিল, "মিথ্যা কহিতে এখনও শিখি নাই, যাহা বলিলাম, প্রকৃত। বাস্তবিকই সদর দরজা দিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।"

বিবি কিছু চঞ্চল হইলেন। উকিলবাবু এতক্ষণ নীরব ছিলেন এতক্ষণে কহিলেন, "আচ্ছা, দরজা যেন খোলা ছিল, তুমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে কেন ? এরূপে কাহারও বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, আইন অনুসারে দণ্ড হয়, তা বুঝি জান না ?"

যদু। আজ্ঞা ছেলেমানুষ, আইনের অত মর্ম্ম কি বুঝি। আমার উপর যেমন হুকুম ছিল, সেইরূপই কার্য্য করিয়াছি।

উকিল। তোমার উপর কিরূপ আদেশ ছিল, কে তোমায় পাঠাইয়াছে ”

যদু। আমি বেহালা গিয়াছিলাম, বাড়ী আসিতেছি, এমন সময়ে ভয়ানক ঝড় উঠিল। যখন রসারোডের উপর আসিয়াছি, তখন * * নং বাটি হইতে একজন পুরুষ মানুষ বাহির হইয়া আমায় ডাকিল।

বাধা দিয়া উকিল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “পুরুষ মানুষ ?”

যদু কিছু পূর্ব্বে উকিল বাবুর মুখেই প্রমোদার বাটীর ঠিকানা জানিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার প্রশ্নে কিছু বিচলিত হইল। তিনি ত তাহাকে জেরা করিতেছেন না? যদু একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতের ন্যায় কহিল, “না না, পুরুষ নয়—স্ত্রীলোক, হঠাৎ ঐ কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। আপনারা যেরূপ জেরা ধরিয়াছেন, তাহাতে পিতৃপুরুষের নাম পর্য্যন্ত না ভুলিয়া যাইলে বাঁচি।”

ডাক্তার এবং উকিল বাবুর মধ্যে দৃষ্টীবিনিময় চলিল। যদুর চক্ষে তাহা অলক্ষিত রহিল না। মনে মনে ভাবিল, চারে মাছ জমিয়াছে।

ঘনশ্যাম বাবু পুনরায় কহিলেন, তাহার পর ?”

যদু। স্ত্রীলোকটী আমায় ডাকিয়া কহিল, ‘তুমি কলিকাতার জানবাজার চেন ?’ আমি বলিলাম, ‘জানি।’ তিনি কহিলেন, তোমাকে একটী টাকা দিব যদি তুমি আমার একটী কার্য্য করিতে পার।’ আমি, মহাশয় গরীবের ছেলে, একটা গোটা টাকার লোভ কি সমলাইতে পারি ? স্বীকার হইলাম। তিনি আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া কহিলেন, ‘এই চিঠীখানা জানবাজারের * * নং বাটিতে উকিল ঘনশ্যাম বাবুকে দিয়া আইস।’

ঘন। ঘনশ্যাম বাবুকে! কৈ, সে পত্র কৈ ?

যদু শশব্যস্তে জামার পকেটের মধ্যে হাত দিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বিশুষ্কমুখে কহিল, “সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমি

পত্রখানা হারাইয়া ফেলিয়াছি। যে ঝড়, বোধ হয় উড়িয়া গিয়াছে।”

ঘন। বদমায়েস! বোকা পত্রখানা নষ্ট করিয়াছিস্! দরকারী পত্র—

যদু। মাপ করুন বাবু! ছুটিয়া আসিতে আসিতে পথে পড়িয় গিয়াছে।

ঘন। কি লেখা ছিল, পড়িয়াছিস্?

যদু। আমাদের তিন পুরুষের মধ্যে কেহ লেখা পড়া শিখে নাই। আমার প্রপিতামহ খুব বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই জন্য—

ঘন। থাম্, বাজে বকিস্ না। স্ত্রীলোকটী আর কোন কথা বলিয়া দেয় নাই?

যদু। আজ্ঞা দিয়াছিল বৈ কি।

ঘন। কি?

যদু। বলিয়া দিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে, পাড়ার লোক ঘুমাইয়াছে বাহির হইতে হাঁকাহাঁকি করিয়া না ডাকিলেই ভাল হয়, যদি দরজা খোলা পাও, সটান উপরে উঠিয়া যাইবে, বাবুর হাতে পত্রখানি দিয়া চলিয়া আসিও।

ঘন। আর যদি না দেখা পাও?

যদু। পত্রখানায় আগুন ধরাইয়া দিবে।

হেলেনা বিবি একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সকল কথা শুনিলেন। পরিশেষে কহিলেন, “আমার কেবল এই চিন্তা ছোঁড়াটা বাটীর মধ্যে আসিল কিরূপে? দিনরাত্রির মধ্যে সদরদরজা কখন খোলা থাকে না। যাহাই হউক, ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে।”

যদু অবসর বুঝিয়া কহিল, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, আমি তবে এখন চলিলাম, যাইতেও হইবে অনেক পথ।"

ঘনশ্যাম বাবু তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "যাস্ কোথা? দাঁড়া—যখন যাইতে বলিব, তখন যাইবি।" তাহার পর ডাক্তার ভজহরির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য? এ বালকের কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

ভজ। না হইলেই বা উপায় কি? যে সকল কথা বলিল, তাহা কাল্পনিক নহে।

পরে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা তোকে দেখিবার কতক্ষণ পূর্ব্বে তুই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্?"

যদু। দুই কিংবা তিন সেকেণ্ড পূর্ব্বে। রাস্তা হইতে এই সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিতে যেটুকু সময় লাগে।

ঘন। দাও, উহাকে ছাড়িয়া দাও। কিছুই জানে না।

যদু আর কি সে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে! তিন লম্ফে সোপান অতিক্রম করিয়া, একেবারে রাস্তায় আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পঞ্চম শাখা।

—০—

শূন্য শবাধার।

নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া যত্ন ভাবিতে লাগিল, এখন কি করা কর্ত্তব্য। একবার ঘটনার প্রথম হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত মনে মনে পরিচিন্তন করিল।

বর্ত্তমান ঘটনার মধ্যে যে একটা রহস্য আছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু রহস্যটা কি এবং তাহার গভীরতাই বা কতদূর, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

যে যুবতীকে উকিল এবং ডাক্তার বাবু পাগলা হাঁস-পাতালে রাখিতে আসিয়াছেন, তাহারই নাম যে কুমারী প্রমোদা, সে বিষয়ে যত্নর আর কোন সন্দেহ নাই। যুবতী যে চক্রান্ত-কারীদের কৌশলে কোনরূপ বিপন্ন হইয়াছে, তাহাও সে বুঝিয়াছে। কিন্তু চক্রান্তকারীদের উক্তিতে প্রকাশ—প্রমোদা মরিয়াছে, কাল তাহার সমাধি। এই খানেই এক বিষম গোল বাধিল। এই যুবতীই যদি প্রমোদা হয়, তাহা হইলে বাটীতে তাহার মৃতদেহ পতিত এবং এখানে এ অবস্থায় অবস্থিত, কিরূপে সম্ভবে? একজন মানুষ একস্থানে মৃত এবং

অন্যস্থানে জীবিত, এ কিরূপ ঘটনা! যত্নর মাথার মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধিল।

যদু মনে মনে কহিল, "যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন শেষ না দেখিয়া যাইব না। আমি যে গল্প বলিলাম, তাহাতেই ডাক্তার এবং উকিল বাবুর বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তাহা হইলে, ইহার মধ্যে আরও একজন স্ত্রীলোক আছে। এখন আমায় তিনটী কার্য্য করিতে হইবে;—বিপন্না যুবতীর অনুসন্ধান,—রসারোডের * * * নং বাটীতে প্রবেশ করিয়া সেখানকার ঘটনা পরিদর্শন এবং উকিল ঘনশ্যাম এবং ডাক্তার ভজহরির পশ্চাদনুসরণ। কিন্তু এবার খুব সাবধান হইতে হইবে, পুনরায় তাহাদের কবলে পড়িলে, সহজে মুক্তিলাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিবে না। উহারা দুইজন বড় সোজা লোক নয়!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সহসা তাহার মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। গাড়ী এখনই ফিরিয়া যাইবে, পূর্ব্ববৎ উহার পশ্চাতে বসিয়া, টালিগঞ্জ যাইলে হয় না? তাহা হইলে ডাক্তার বা উকিল বাবু নজর-ছাড়া হইতে পারিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া, যদু ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় গাড়ীর পশ্চাতে আসিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইল। অনতিবিলম্বে ঘনশ্যাম এবং ভজহরি বাবু গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়োয়ান দ্বার রুদ্ধ করিয়া, স্বস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। যদু ইত্যবসরে অতি সাবধানে গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে উঠিয়া বসিল। বালকের অদ্ভুত সাহস!

গাড়ী যথাসময়ে রসারোডের * * * নং বাটীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। আরোহীদ্বয় গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাড়ী বাটীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র যদু গাড়ী হইতে নামিয়া, পথিপার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় আত্ম-গোপন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। গাড়োবান গাড়ী লইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যদু দেখিল, বাটীর দরজা খোলা। ঘনশ্যাম বা ভজহরি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বা বাহির হইতে কাহাকেও আহ্বান না করিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তবে তাহারই বা প্রবেশের আপত্তি কি?

একবার একজনের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধরা পড়িয়াছে, আবার কোন্ সাহসে যদু এখন এই বাটীর মধ্যে অনাহূত প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল? চক্রান্তকারীরা এবার তাহাকে ধরিতে পারিলে, তাহার যে মহানর্থ, এমন কি জীবনসংশয় পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, তাহা সে জানে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি সে গোয়েন্দাগিরি পরিত্যাগ করিবে? না। বাটীর মধ্যে কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য তাহার হৃদয়ে যে কৌতূহলশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার নিকট বিপদাশঙ্কা অতি তুচ্ছ।

ভবিষ্যৎ-অন্ধ মানব এইরূপেই বিপজ্জালে জড়ীভূত হয়। যদুর ভাগ্যাকাশে যে কালমেঘ ঘনীভূত হইতেছিল, যদি ঘুণাক্ষরেও সে তাহা জানিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয়, এই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

যদু বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া দেখিল, একজন সাহেবও সেই বাটীর অভিমুখে আসিতেছে। যদু পুনরায় পূর্ব্বস্থানে লুক্কায়িত হইল, সাহেব বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সাহসে ভর করিয়া পুনরায় বালক গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইল। এখন মেঘঝড় চলিয়া গিয়াছে। আকাশে তারা ফুটিয়াছে। জগৎ শান্ত, নীরব, নিস্পন্দ।

যদু ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গাড়োবান গাড়ীর উপর বসিয়া ঢুলিতেছিল, একবার চাহিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া পুনরায় ঢুলিতে লাগিল।

বাটীর নীচে অন্ধকার, কোথায় কি আছে, যদু দেখিতে পাইল না। নীরবে স্থিরকর্ণে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল, কাহারও কোন সাড়া-শব্দ পাইল না। সম্মুখেই সিঁড়ি—সিঁড়িতে আলোক জ্বলিতেছিল, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদু উপরে উঠিয়া গেল।

দ্বিতল সিঁড়ির উপরেই এক দরদালান। দালানে সারি সারি প্রকোষ্ঠ। তথায় কোন আলোক জ্বালিত না থাকায়, অন্ধকার। কেবল একটী কক্ষের অর্দ্ধমুক্ত দ্বারপথ দিয়া আলোকের ছটা আসিয়া অন্ধকার দালানটাকে কতকটা আলোকিত করিতেছিল। সেই ঈষদালোকিত দালানের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, যদু চারিদিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল। অপর সকল কক্ষই তালাবদ্ধ। কেবল যে কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল, সেইটী এবং তাহার পার্শ্বস্থিত দালানের কোণের অপর দিকের কক্ষটীর দ্বার মুক্ত। প্রকোষ্ঠমধ্য অন্ধকার। যদু দ্বারের নিকট কাণ পাতিয়া শুনিল, কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য সমাগমের কোন নিদর্শনই পাইল না।

বালক সর্ব্বাগ্রে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বিস্তৃত কক্ষ, বিলাতী-ফ্যাসানে চেয়ার টেবিল দিয়া সজ্জিত। গৃহ-

কুট্টিম জাজিম বিস্তৃত। অন্ধকারে সাবধানে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র, যদুর পায়ে কি একটা পদার্থ ঠেকিল। হাত দিয়া দেখিল, সিন্দুকের মত একটা কি দ্রব্য। সহসা একটা বিষয় তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। মিস প্রমোদা মরিয়াছে, তাহার মৃতদেহ এখনও সমাধিস্থ হয় নাই। এটা ত শবাধার কফিন নহে? যদু সাহসী হইলেও মুহূর্ত্তের জন্ম তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অপরিচিত বাটীর মধ্যে, অন্ধকার নির্জ্জন কক্ষে মৃতদেহপার্শ্বে নির্ভয়ে অবস্থান, যদুর ন্যায় বালকের পক্ষে কম সাহসের কথা নহে!

যদু ইতস্ততঃ হস্তাবর্ত্তন করিয়া দেখিল, গৃহের একপার্শ্বে একখানি প্রকাণ্ড চেয়ার। তাহার সম্মুখে, আসে পাশে হরেক রকমের কাষ্ঠাসন—সাটীন মখমল আবরণে আবৃত। তাহার নীচে শয়ন করিলে, সহজে কাহারও দেখিবার সম্ভাবনা নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই অদ্ভুত বালক এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইল। যে কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহার অর্দ্ধমুক্ত দ্বারের নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। গৃহটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর সজ্জিত। গৃহতলে সবুজ কার্পেট পাতা, মধ্যস্থলে একটী টেবিল, তাহার চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠাসন—তাহার উপর কয়েকজন নরনারী।

এই উপস্থিত ব্যক্তি কয়টীর মধ্যে দুইজন যদুর পরিচিত। একজন উকিল ঘনশ্যাম, অপর ডাক্তার ভজহরি। তৃতীয় ব্যক্তিও নিতান্ত অপরিচিত নহে। ইনি সেই শ্বেতাঙ্গ মূর্ত্তি; যদুর বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। অপর দুইজনকে যদু কখনও পূর্ব্বে দেখে নাই। ইঁহাদের

মধ্যে একজন ফিরিঙ্গি যুবক, অপরটী স্ত্রীলোক—সুন্দরী যুবতী। বয়স অনুমান দ্বাবিংশ বর্ষ। বেশভূষা বিদেশীয়া শ্বেতাঙ্গ-মহিলার অনুরূপ। বর্ণে উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী।

তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, যদু শুনিতে পায় নাই। এক্ষণে যুবতী নবাগত সাহেবের দিকে চাহিয়া কহিল, "মিষ্টার জন্! বোধ হয় নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাধা হয় না।"

সাহেব কহিল,—"কেন, কি হইয়াছে মিস্ লিলি?"

যুবতীর নাম লিলি। ইনি এখনও অনূঢ়া। তিনি কহি-লেন, "একটা ছোঁড়া গন্ধ পাইয়াছে।"

জন্। বল কি, তাহা হইলে ত বড় ফেরের কথা!

লিলি। আমার বিশ্বাস, সে আমাদের কার্য্যকলাপ যাহা জানিয়াছে, তাহাতেই আমাদিগকে বিপন্ন করিতে পারে।

তাহার পর লিলি বিবি বালকঘটিত সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল, "তাহার মনে কোন সন্দেহ না থাকিলে, সে সেখানে যাইত না।"

বিশুষ্কমুখে সাহেব কহিল, "নিশ্চয়ই, এ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নয়। এখনও সাবধান না হইলে, সকল রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

ফিরিঙ্গি যুবক এতক্ষণ নীরব ছিল, এক্ষণে কহিল, "আমার অভিপ্রায়ও তাই। অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। সামান্য পদস্খলন হইলেই পতন নিশ্চিত।"

জন্, উকিল এবং ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, "বালককে ছাড়িয়া ভাল কাজ করেন নাই, তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলে সকল দিক রক্ষা পাইত।"

ডাক্তার। সে যেরূপভাবে গল্পটী বলিল, তাহাতে আমাদের অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ ছিল না।

উকিল। সে সরল প্রকৃতি, কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু তাহার পেটে যে এত বুদ্ধি, এত চতুরতা, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমাদিগকে বড়ই ঠকাইয়াছে। সে যাহা হউক, এখন হইতে সকল বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যদু বাহিরে দাঁড়াইয়া আপন মনে কহিল, "আমিই বা কোন্ অসতর্ক আছি। তোমরা যে প্রকৃতির লোক, এবার তোমাদের হাতে পড়িলে, আমার জীবনের মূল্য যে, বড় একটা বেশী হইবে না, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি, আমিও এবার খুব সাবধানে আছি।"

ইহার পর কক্ষমধ্যে আরও অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল, সে সকলের সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার তত সম্বন্ধ নাই। অবশেষে লিলি বিবি কহিল, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, চল, আসল কাজটা শেষ করিয়া আসি।"

সকলে গাত্রোত্থান করিল। যদু নিমেষমধ্যে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, পূর্ব্বোল্লিখিত কক্ষে প্রবেশ করিল এবং প্রকাণ্ড চেয়ারখানির নীচে নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে অপরাপর সকলেও সেই প্রকোষ্ঠে আসিল, এবং আলোক জ্বালিয়া দিল। যদু শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া বুঝিল, সে যে স্থানে লুকায়িত হইয়াছে, সেখানে কোনরূপে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। চেয়ারের তলদেশে শয়ন করিয়া, নিঃশব্দে তাহাদের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতে লাগিল।

কফিন বা শবাধারের পার্শ্বেই কাল কম্বলমোড়া কতকগুলি কি পদার্থ! জন্ সর্ব্বাগ্রেই সেই কম্বলখানি খুলিয়া ফেলিল। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে যদু দেখিল, কতকগুলি ইষ্টক এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির প্রস্তরখণ্ড।

লিলি জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, ইহাতেই ত হইবে? না, আরও আবশ্যক করিবে?"

জন্। যথেষ্ট হইবে।

ফিরিঙ্গি যুবকের নাম মিষ্টার টম্যারি। তিনি কহিলেন, "এ গুলিকে চট, কম্বল-ছেঁড়া বা বস্ত্র দ্বারা বেশ করিয়া মুড়িতে হইবে, নতুবা কফিন নাড়া-চাড়া করিবার সময় শব্দ হইবে। শবদেহে হাড় নাড়িতেছে ভাবিয়া, লোকে ভয় পাইবে।"

যুবকের পরিহাস বাক্যে কক্ষমধ্যে একটা অস্ফুটহাস্যধ্বনি সমুত্থিত হইল। জন্ কহিল, "যাহাতে কোন শব্দ না হয়, পূর্ব্ব হইতে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি। আজ দশের বৎসর 'আণ্ডারটেকরি' করিতেছি, কফিনের মধ্যে একটা মড়া আর সাজাইতে পারিব না?"

যদু বুঝিল, সাহেবটা একজন আণ্ডারটেকার অর্থাৎ মুর্দ্দ-ফরাস। শবদেহ সমাধি করা এবং তাহার সাজ সরঞ্জম সরবরাহ করাই তাহার কার্য্য। পুনরায় সকলে হাস্য করিল। এতক্ষণে যদু চক্রান্তকারীদের অভিপ্রায় কতকটা বুঝিতে পারিল। দুর্ব্বৃত্তেরা শবদেহের পরিবর্ত্তে ইট-পাটকেলের সমাধি করিবে। লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া, সমাজ এবং রাজার শাসনে পদাঘাত করিয়া, শবদেহের পবিত্র সমাধির নামে

আপনাদের কোন অসদভিপ্রায় সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে—ইহা অপেক্ষা বিদ্রুপাত্মক অভিনয় আর কি হইতে পারে। প্রমোদা পাগলা-হাঁসপাতালে—এখানে শূন্য শবাধারে তাহার সমাধি !

যদুও আপন মনে একটু হাসিয়া, মনে মনেই কহিল, "রাত্রিটা প্রভাত হইতে দাও, তোমাদের সকল চক্রান্ত ভাঙ্গিতেছি। বাবা ! ইহাদের পেটে এত বিদ্যা ! কি ভয়ানক লোক ! কি পৈশাচিক কাণ্ড। জীবন্ত মানুষের সমাধি। ইহারা কি মানুষ ? কাল খুব ভোরে উঠিয়াই ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে সংবাদ দিব।"

জন্‌ প্রভৃতি ইষ্টক এবং প্রস্তরখণ্ডগুলিকে চট, ছেঁড়া কম্বল এবং বস্ত্র দ্বারা বেশ করিয়া মুড়িল, তাহার পর কফিনের ডালা খুলিয়া, তাহার মধ্যে বেশ করিয়া সাজাইল। এমন ভাবে সেগুলি সজ্জিত হইল যে, কফিন তুলিলে বা নাড়িলে চাড়িলে কোনরূপ শব্দ হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

শবাধারের ডালা খুলিলে এবং উহা উত্তোলন করিলে যদু আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিল। উহার ডালার গায়ে, পার্শ্বে এবং তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। কফিনের ডালা মুক্ত হইবামাত্র, তাহার মধ্যে আলোক বিকীর্ণ হইল। ছিদ্রপথে আলোকরশ্মি পরিদৃষ্ট হওয়াতেই যদু কফিনের গাত্রে ছিদ্রগুলির অস্তিত্ব বুঝিতে পারিল। কিন্তু কি কারণে উক্তরূপ ছিদ্র করা হইয়াছে, তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

প্রস্ফুটিত পদ্মিনীর ন্যায় সুহাসিনী সুন্দরী লিলি-বিবি, ফিরিঙ্গি যুবকের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, নীরবে এই সকল

কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে অপাঙ্গদৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। যুবক সে হাসিতে আত্মবিস্মৃত, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ভুলিয়া যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। বর্ত্তমান কার্য্যাবলীর দিকে তাঁহার তত লক্ষ্য নাই। যুবতীর সুন্দরাননে হাস্যলহরী উচ্ছলিত হইলেও, তাহার মধ্যে উদ্বেগের ছায়া প্রতিফলিত হইতেছিল।

ইষ্টক এবং প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কফিনটি সজ্জিত হইলে, জন্ তাহার ডালা আঁটিয়া, স্ক্রুপের দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করিল। যদু বুঝিল, কফিন আর খোলা হইবে না, এই ভাবেই কবরস্থ করা হইবে। মানবের জীবনশূন্য দেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি ইষ্টক এবং প্রস্তরখণ্ড সমাহিত হইবে।

যদু মানে ভাবিয়াছিল, এই কার্য্য সমাধা হইলেই চক্রান্ত-কারীরা কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। সকলে উপবেশন করিয়া, এই পৈশাচিক কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, যদু এই রহস্যাত্মক ঘটনার মর্ম্মোদঘাটনে সমর্থ হইল।

ষষ্ঠ শাখা।

—০—

বিষম হাঁচি।

দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচগণের মধ্যে কি কথোপকথন হইল, তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, মিস্ লিলি এবং প্রমোদার পূর্ব্ববৃত্তান্ত এ স্থলে কিছু বিবৃত করা, বোধ হয়, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মিষ্টার নবকৃষ্ণ দত্ত তিনি-পুরুষে খ্রীষ্টান অর্থাৎ তাঁহার পিতামহ পবিত্র পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববাস কাশীপুরে ছিল, স্বধর্ম্ম ত্যাগের পর হইতে রসারোড আসিয়া, বাটী নিৰ্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন।

নবকৃষ্ণ দত্ত এক উইরেশিয়ান কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই বিবাহের ফলে লিলির জন্ম হয়। মিষ্টার দত্তজার পত্নী কুমারীর নাম লিলি রাখিয়াছিলেন। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক মাস পরেই, দত্তগৃহিণীর লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। দত্ত সাহেব পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রমোদার উৎপত্তি। এ স্ত্রীও এখন গতাসু।

দত্ত সাহেব মৃত্যুকালে বিপুল অর্থ রাখিয়া যান। তাঁহার উইলের সর্ত্তানুসারে প্রমোদার বয়স অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ না হইলে, দুই ভগ্নীতে পিতৃবিভব বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে না। লিলির বয়স দ্বাবিংশ বৎসর এবং প্রমোদা এই সবে মাত্র সতের অতিক্রম করিয়া, অষ্টাদশে পদার্পণ করিয়াছেন। উইলে আরও লিখিত ছিল, যদি ইহার মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটে এবং তাহার সন্তানাদি না থাকে, তবে অপরে সমুদয় বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে। দুইজনেই এখনও অবিবাহিতা—দুইজনেই বিবাহপণে দুইজন যুবকের নিকট আবদ্ধা। লিলির ভাবীস্বামীর নাম মিষ্টার টমারি। ইনি যে চক্রান্তকারীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি, পাঠক পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাইয়াছেন। প্রমোদার প্রেমকুঞ্জের ভাবী-মধুপ কার্য্যান্তরে এখন বিদেশে, তাঁহার নাম মিষ্টার আর, কে, বাগচি। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে মিষ্টার বাগচি সাহেব বলিয়াই অভিহিত করিব।

প্রমোদা মরিয়াছে। পাড়া-পড়শী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলে শুনিয়াছে, প্রমোদার মৃত্যু ঘটিয়াছে—অকালে করাল কাল কুসুমকোরকের বৃন্তচ্ছেদ করিয়াছে। সমস্ত দিন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, যে যেখানে ছিল, আসিয়া দেখিয়া গেল, সোণার কমল মৃত্যুচ্ছায়ায় মলিন হইয়া কফিনের মধ্যে পড়িয়া আছে। দেহ শীতল, অঙ্গযষ্টি নিস্পন্দ, নিশ্বাস নিরুদ্ধ, পদ্মনেত্র মৃত্যুর কঠোর করস্পর্শে জন্মের মত নিমীলিত। কাল তাহার সমাধি।

আণ্ডারটেকারের কার্য্য সমাধা হইলে, সকলে চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হইল। মিষ্টার টমারি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই সকল! এস, আর

একবার আমরা সমস্ত বিষয়টা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া লই।”

ডাক্তার ভজহরি বলিলেন, ঠিক বলিয়াছেন, অসঙ্কোচে হৃদয়-মন উন্মুক্ত করিয়া, পরস্পরের মনোভাব জ্ঞাত হই। আমাদের যেন কোন লুকোচুরি ভাব না থাকে।”

উকিল ঘনশ্যাম তাহার পর কহিলেন, “সেইটাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। আমাদের একের পতনে সকলের পতন, একটী যেন আমাদের মূলমন্ত্র হয়। আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ইহার প্রত্যেক গুহ্য বিষয় সকলের জানা আবশ্যক, নচেৎ বিপদের আশঙ্কা আছে।”

টমারি। ঠিক বলিয়াছেন, সেই সকল বিষয় আলোচনা করাই বর্ত্তমান সভার উদ্দেশ্য। আমার প্রথম বক্তব্য—আপনারা তিনজনে অর্থাৎ ডাক্তার বাবু, উকিল ঘনশ্যাম বাবু এবং মিষ্টার জন্ নিজ নিজ দেবতার নামে শপথ করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বিপদ যতই ঘনীভুত হউক, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেহ আমাকে ত্যাগ করিবেন না। কেমন, এ কথা সত্য কি না?

দুর্ব্বৃত্তত্রয় সমস্বরে উত্তর করিল, “হাঁ, সকলই সত্য। আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাপালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত।”

টমারি। আমাদের এই কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সমাধা করিয়া দিতে পারিলে, আপনারা প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা পাইবেন।

ঘনশ্যাম বাবু সকলের হইয়া উত্তর করিলেন, “হাঁ, ইহাও ধার্য্য হইয়াছে।”

তখন টমারি সাহেব পুনরায় কহিতে লাগিল, “আমাদের

মধ্যে একজন ধরা পড়িলে, সকলেই ধরা পড়িবে। একজনের অসাবধানতায় সকলেরই বিপদ, সুতরাং প্রত্যেককে তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি এবং মিস লিলি আপনাদিগকে বিশ্বাস করিয়া, আমাদের সকল গুপ্ত কথা আপনাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি। আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সমূহ বিপজ্জনক। হয় আমরা সফলতা লাভ করিব, নয় মরিব। ধরা পড়িলে কারাদণ্ড নিশ্চিত। কিন্তু আমরা যেরূপ চতুরতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যেরূপ সফলতার সহিত সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা খুব কম।”

সকলে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “নিশ্চয়ই আমরা নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইব।”

টমারি। এখন আসল কথাটা হউক :—মৃত দত্তসাহেবের উইলের সর্ত্তানুসারে, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা যতদিন না অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিবে, ততদিন বিষয় বিভাগ হইবে না। ইহার মধ্যে যদি একের মৃত্যু ঘটে, অপরে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে। উইলের এই সর্ত্তটুকুর উপর আমাদের ষড়্যন্ত্রের মূলভিত্তি স্থাপিত। প্রমোদা এবং লিলির মধ্যে মৌখিক সদ্ভাব থাকিলেও, প্রমোদার উপর তাহার জ্যেষ্ঠার আদৌ ভালবাসা নাই। লিলি চিরকালই প্রমোদাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। প্রমোদা তাহার পিতৃবিভবের উত্তরাধিকারিণী হয়, ইহা তাহার অভিপ্রেত নয়। এই কারণে আমার পরামর্শে এবং সাহায্যে তাহাকে পিতৃধন হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। লিলি সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিবার জন্য

প্রমোদাকে তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার পথ হইতে অপসৃত করিয়াছে।”

বিস্ময়ে যদুর চক্ষু বিস্ফারিত হইল। এতক্ষণে সে সমস্ত বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। উপস্থিত ব্যক্তি কয়েক জনের চরিত্র কি ভীষণ, তাহাদের কার্য্যকলাপ কি পৈশাচিক ভাব-সম্পন্ন, ভাবিতে তাহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। সে বালক সত্য; সংসারের ভ্রষ্টপ্রকৃতি নরনারীর চরিত্র বিশ্লেষণের শক্তি তাহার অল্প, তথাপি এই সকল পিশাচপ্রকৃতি লোকের পৈশাচিক কার্য্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া, তাহার বালহৃদয় ব্যথিত এবং সমগ্র নরনারীর উপর ঘৃণা এবং সন্দেহের একটা আবছায়া প্রতিফলিত হইল।

নরপশু টমারি সকলের মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিল, “প্রমোদাকে হত্যা করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। আমরা তাহা করিও নাই। নরশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া যাবজ্জীবন মনস্তাপ ভোগ করা মূঢ়ের কার্য্য। আমারা বুদ্ধিবলে যে কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহাতেই আমাদের কার্য্য সফল হইবে। বিনা রক্তপাতে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, বিপদমূলক হত্যাব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক কি? সর্ব্বপ্রথম, এবং সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ডাক্তার বাবু সম্পন্ন করিয়াছেন।”

এই কথা বলিয়া, টমারি ভজহরির দিকে চাহিল। ডাক্তার কহিল, “হা, সর্ব্বাগ্রেই আমার সহায়তার আবশ্যক করে। আমি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রমোদার চিকিৎসা করি। আমার চিকিৎসাগুণে রোগিণী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতঃপর গত পরশ্ব তারিখে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহার পরেই জন সাহেবের আবির্ভাব।”

মিষ্টার জন মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল, "হা, তার পরই আমি মৃতদেহের সৎকারের জন্য কফিন লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

টমারি পুনরায় কহিল, "ডাক্তার বাবু যেরূপ পারদর্শিতার সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধের গুণে প্রমোদা দুই দিবস মৃতবৎ কফিনের মধ্যে পড়িয়া থাকে। তাহার জীবনান্ত না ঘটিলেও, মৃত্যুর সার্ব্বব্যাপিক সকল চিহ্নই তাহার দেহে প্রকটিত হইয়াছিল। কেহই তাহাকে জীবিত বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে নাই।"

এই সময়ে উকিল ঘনশ্যাম কহিল, "আর আমি এই সময়ের মধ্যে একটী প্রেইভেট পাগলা হাসপাতালের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আমার যত্নে জানবাজারে একটী হাসপাতাল পাওয়া যায় মাসে মাসে নির্দ্ধারিত টাকা দিলে, তাহারা কোন যুবতীকে তাহাদের আশ্রয়ে রাখিতে প্রতিশ্রুত হয়। সেখানে একবার প্রবেশ করিলে, জগতের লোকে তাহাকে আর কখনও বড় একটা জীবিত বাহির হইয়া আসিতে দেখিতে পায় না। সুতরাং প্রমোদা জীবিত থাকিলেও মৃত।"

টমারি। এ পর্য্যন্ত আমাদের সকল কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে এবং সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অদ্য রাত্রে প্রমোদার জ্ঞানের সঞ্চার হয়। আপনারা তাহাকে নিরাপদে হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিয়াছেন। তাহার দ্বারা আমাদের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এক্ষণে আমাদের সম্মুখে আর একটী গুরুতর কার্য্য সমুপস্থিত। টী সমাধা সেই করিতে পারিলেই আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং

নিঃশঙ্ক হইব। কাল সমাধির দিন। কফিনের ডালা আর কিছুতেই খোলা হইবে না, এ ভার মিষ্টার জন! তোমার উপর রহিল।"

জন। আমার উপর সে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি বলিব, মৃতদেহের আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটাতেই এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

লিলি বিবি এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল, এক্ষণে কহিল, "আরও একটা বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। মিষ্টার বাগচি সম্ভবতঃ কাল প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কফিন কবরে স্থাপন করিবার পূর্ব্বে, সে একবার জন্মের মত তার প্রেয়সীর মুখশশী দেখিবার জন্য জেদ করিবে।"

জন। আমরা তাহাকে দেখাইব না, সে দেখিবে কোথা হইতে? নিতান্ত যখন পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে, আমি বলিব, মিস্ লিলির অনুমতি না পাইলে কফিন খুলিতে পারিব না।

লিলি। আমি বলিব, মৃতদেহে পচ ধরিয়াছে, ডাক্তার বাবু কফিন খুলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

টমারি। এখন এদিকের সকল বিষয়েরই সুবন্দোবস্ত হইল। এবং আমার বিশ্বাস কোন বিষয়ই অনালোচ্য রহিল না। এক্ষণে মিস্ লিলি! তোমার আর একটী কার্য্য বাকি আছে। কাল তোমার শোকাশ্রুপাতে পাষাণও যেন বিগলিত হয়। তোমার অশ্রুপাত, বিলাপ, মুহুর্মুহু প্রিয় ভগিনীর জন্য হা হুতাশ দেখিয়া যেন কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক না হয়। ফল কথা, তোমার শোকাভিনয় স্বাভাবিক হওয়া সর্ব্বথা আবশ্যক।

লীলাময়ী লিলি বিবি নাগরের দিকে এক তীব্রকটাক্ষ করিয়া কহিল, "সে বিষয়ে আর আমায় অধিক বলিতে হইবে না,

আমি শতসহস্র মিথ্যা কথার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি। আজ সমস্ত দুপর বেলাটা একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া পঞ্চাশবার কান্নার আখড়া দিয়াছি। বল ত একবার কাঁদিয়া দেখাই?"

লিলি বিবির বারিপূর্ণ নেত্রবারিদ হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া, গণ্ড বহিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই কিন্তু তাহাতে কয়েক বার চঞ্চলা দামিনীর বিকাশ হইল। যুবক হাসিয়া কহিল, "না, তুমি পারিবে। এখন আর তোমায় বৃথা চোখের জল খরচ করিতে হইবে না। সামান্য পুঁজি, শেষে আবার কাজের সময় আসল ফাঁক হইয়া দাঁড়াইবে।"

একটু গ্রীবা বাঁকাইয়া, একটু নয়ন হেলাইয়া, হাসিতে হাসিতে সুহাসিনী পুনরায় কহিল, "স্ত্রীলোকের চোখের জল অফুরন্ত। উহা তাহাদের বড়ই আজ্ঞাকারী। স্বার্থসাধনের মুলমন্ত্র এবং প্রধান সম্বল আমাদের চোখের জল। ইচ্ছা করিলেই অবলার চোখে জল আসে, আর ঐ জলে পুরুষের হৃদয়ের দৃঢ়তা ধুইয়া যায়।"

উকিল বাবু এই প্রণয় সম্ভাষণের মধ্যেও একটুকু ওকালতি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন, "রমণীর হাসি-কান্না সিদ্ধ বিদ্যা। কাঁদিব মনে করিলেই, কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া দিতে পারে।"

টমারি সাহেব কহিল, "তাহা হইলে আজিকার মত আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে, আর বৃথাকার্য্যে কালক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই।"

সকলে গাত্রোত্থান করিল। লিলি বিবি কহিল, "মিষ্টার জন! তুমি তোমার যন্ত্রাদি গুছাইয়া লও, ওসব আর এখানে রাখিবার আবশ্যক নাই। আমি কক্ষটী তালাবদ্ধ করিয়া যাইব।"

লিলির কথায় যদুর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। স্বপ্নেও সে এরূপ ঘটনার প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু সে ভাব তাহার হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পরদুঃখে কাতরহৃদয় বালক প্রমোদার ভাগ্যবিড়ম্বনা এবং চক্রান্তকারীদের হস্তে তাহার নির্য্যাতনের কথা স্মরণ করিয়া, আপনার বর্ত্তমান বিপদের বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হইল। লিলি—প্রস্ফুটিত পদ্মের মত যাহার মুখখানি, তাহার হৃদয় এত কঠিন, এত দয়া-মমতা-বিবর্জ্জিত! বালক মনে মনে কহিল, "আমি জন্মে কখনও আর নারীর সরলতায় বিশ্বাস করিব না। উঃ, এমন সুন্দরী স্ত্রীলোকের এই কাজ! ইহার এই স্বভাব! এ পিশাচী না দানবী? বিষয়ের লোভে একটী সুস্থ সবল অসহায়া যুবতীকে পাগ্‌লা-হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিল! কি ভয়ানক লোক ইহারা—একবার প্রভাত হইলে হয়, থানায় গিয়া ——"

এই সময়ে এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটিল। শত চেষ্টা করিয়াও হাঁচির বেগ সামলাইতে পারিল না। দুই হস্তে নাসারন্ধ্র এবং মুখ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কিছুতেই পোড়া হাঁচির হাত হইতে রক্ষা পাইল না। যদু হাঁচিয়া ফেলিল।

সপ্তম শাখা।

—০—

যদুর বিপদ।

ভজহরি, ঘনশ্যাম এবং জন কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য দ্বারের সমীপবর্ত্তী, লিলি তালা এবং চাবি লইয়া নিকটে দণ্ডায়মান এবং টমারি আলোক নিভাইতে যাইতেছে, এমন সময়ে যদু হাঁচিয়া ফেলিল। শরতের শুভ্রাকাশ—কোথাও অম্বুদখণ্ডের সঞ্চার নাই, ধীর পবন অতি সন্তর্পণে বহিতেছে, এমন সময়ে সহসা বজ্র পতনে দিগঙ্গনা যেমন কাঁপিয়া উঠে, জীবকুল ভয়াকুল হইয়া যেমন নিরম্বুদ আকাশের পানে চাহিয়া থাকে, যদু হাঁচিবামাত্র কক্ষদ্বারে সমবেত সকলের অবস্থা তদ্রূপ ঘটিল। ভয়বিহ্বল লিলির হস্ত হইতে কুলুপ চাবি ভূতলে পড়িল, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, সকলেই অবাক, উদ্বিগ্ন এবং ভীত। টমারি অবশেষে কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে হাঁচিল?"

সকলেই বলিল, "আমি না।" লিলি কহিল, "আমি স্পষ্ট শুনিয়াছি, হাঁচি কফিনের মধ্য হইতে হইয়াছে।"

টমারি কহিল, "আমারও বিশ্বাস ঐ দিক হইতে শব্দ আসিয়াছে।"

সকলে কফিনের দিকে চাহিল। যদু সাহসী হইলেও, ভয়ে

তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এবার ধরা পড়িলে সহজে তাহার নিষ্কৃতি লাভ ঘটিবে না। এ বড় বিষম স্থান, এখান হইতে জীবন লইয়া বাহির হওয়া, তাহার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইবে। যদু আপনার বিপদ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেও, ধীরভাবে, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল।

জন কহিল, "হাঁচির শব্দ আমরা স্পষ্ট শুনিয়াছি। আমরা কেহই হাঁচি নাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কক্ষে অপর কোন ব্যক্তি লুক্কাইত আছে। এস, তন্ন তন্ন করিয়া, আমরা কক্ষটা অনুসন্ধান করি।"

টমারি। এই ত কক্ষ। ইহার মধ্যে মানুষের লুকাইয়া থাকা অসম্ভব।

জন। একবার দেখিতে দোষ কি?

তখন সকলে চেয়ার সরাইয়া, টেবিল উল্টাইয়া গৃহের চারিদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যদু দেখিল, আর তাহার রক্ষ নাই, এইবার নিশ্চয় তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে। বালক তথাপি সাহসে ভর করিয়া, নীরবে আপন গুপ্তস্থানে পড়িয়া রহিল। এ দিকে চক্রান্তকারীরা গৃহের অপরাপর স্থান অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে সেই বড় চেয়ারখানার নিকটবর্ত্তী হইল। একজন চেয়ারখানা সরাইবা মাত্র সকলে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল;—

"এ কি! এ কি! এ কে?"

টমারি অগ্রবর্ত্তী হইয়া যদুর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া সে স্থান হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। বালক কাতরকণ্ঠে কহিল, "মহাশয়, হাত ছাড়িয়া দিন। হাতখানা কি আপনি ছিঁড়িয়া লইবেন? মোটে আমার দুখানি হাত, ইহার একখানি দিলে

আমার চলিবে কিরূপে? ব্যাপারখানা কি? এ আমি কোথায়? কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি!"

টমারি তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া, কর্কশস্বরে কহিল, "চোপ শূয়ার! তুমি এখানে কিরূপে আসিয়াছ জান না?"

ডাক্তার এবং উকীল বাবু বিস্ময়ে নির্ব্বাক। পরস্পর পরস্পরের মুখে দিকে চাহিতেছে। টমারি তাহাদের ভাবগতিক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তোমরা কি এ ছোক্‌রাকে চেন?"

ডাক্তার। চিনি বৈ কি!

উকিল। এ যে সেই ছোঁড়া!

টমারি। বল কি, সেই ছোঁড়া! এ কেমন করিয়া এখানে আসিল?

উভয়ে মস্তক সঞ্চালন করিল। টমারি যদুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কি করিয়া আসিলি?"

যদু। ঐটুকু আমিও বুঝিতে পারিতেছি না। যতই ভাবিতেছি, ততই আমার মাথার মধ্যে গোলযোগ বাধিয়া যাইতেছে।

টমারি। বলে কি? পাগল না কি? তুই এখানে কি করিয়া আসিলি জানিস্ না?

যদু। না মহাশয়, ভাবিয়া কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। যদি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দেন, বড় বাধিত হই।

এমন সময়ে যেন ঘটনাক্রমে যদুর দৃষ্টি পার্শ্বস্থিত শবাধারের উপর পড়িল। শিহরিয়া, কিছু সরিয়া যদু কহিল, "এ কি এ বাড়ীতে কেহ মরিয়াছে না কি? মড়া ছুঁইলে আমাদের যে স্নান করিতে হয়!"

ডাক্তার বাবু বালকের অপর হাত ধরিয়া কহিল, "বাঃ!

বেশ ছোক্‌রা! বেশ চাতুরী শিখিয়াছ। বেশ খেলা খেলিতেছ কিন্তু এইবার লীলাখেলা সাঙ্গ হইবে। ধূর্ত্ত, বদমায়েস, গুপ্তচর! এই বয়েস হইতেই গোয়েন্দাগিরি শিখিতেছ?"

জন এতক্ষণ বালকের মুখপানে খরদৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিল। এক্ষনে তাহাকে চিনিতে পারিয়া কহিল, "আমি যে, ইহাকে চিনি! ইহার নাম যত্থ। কয়েকমাস পূর্ব্বে ইহারই সাহায্যে আমার পরিচিত একজন লোককে পুলিসে গ্রেপ্তার করে, তাহার মিয়াদ হইয়া গিয়াছে। এ একজন গোয়েন্দা। বয়সে বালক হইলেও ইহার বুদ্ধি এবং কার্য্যপটুতা বিলক্ষণ।"

টমারি। তুমি ঠিক বলিতেছ, ইহাকে চেন?

জন। হাঁ—কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক চক্রান্তকারীর মুখ মলিন, বিশুষ্ক এবং নেত্রদৃষ্টি চঞ্চল, কিন্তু সেই মলিনতা, বিশুষ্কতা এবং চঞ্চলতার মধ্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার একটা অস্পষ্ট ছায়া প্রকটিত হইতেছিল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ভাব দেখিয়া, যত্থ তাহার ভবিষ্যৎ ভাগ্যচক্র কোন্‌ দিকে আবর্ত্তিত হইবে, বুঝিয়া লইল।

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই নীরব। কাহারও মুখে কথা নাই। অবশেষে ঘনশ্যাম কহিল, "এখন কি করা কর্ত্তব্য? বালক যে পুলিসের গোয়েন্দা, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদের অনু-সরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সম্ভবতঃ অনেক বিষয়ও পরিজ্ঞাত হইয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য যুক্তি কর।" উকিল বাবু ধীরে হাত নাড়িয়া, সকলের মুখপানে চাহিয়া, এই কথাগুলি বলিলেন।

নীরব নিশীথ রাত্রি, ঝটিকান্তে প্রকৃতি শান্তিময়ী। নীরব কক্ষমধ্যে পাঁচজন ষড়যন্ত্রকারী হতভাগ্য বালককে বেষ্টন করিয়া

নীরবে তাহার ভাগ্যলিপি পাঠ করিতেছে। চক্রান্তকারীরা নীরব, আপনার পরিণাম ভাবিয়া বালকও নীরব। ইহার পূর্ব্বে সে অনেকবার ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিপদে পড়িয়াছে, আবার হাসিতে হাসিতে আপন বুদ্ধিবলে বা ইন্‌স্পেক্টর বাবুর সাহায্যে বিপদুত্তীর্ণ হইয়াছে। এবারও তাহার ভরসা আছে, যে কোনরূপে হউক, তাহার জীবন রক্ষা হইবে।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে মিষ্টার টমারি গম্ভীরস্বরে কহিল, "বালক মরিবে। ইহার মৃত্যু ভিন্ন আমাদের কারাবাস নিশ্চিত। খুন—খুন! বালককে এই দণ্ডে খুন কর।"

লিলি কাতরকণ্ঠে কহিল, "না—না, তাহা হইবে না! তোমরা এ বালককে খুন করিতে পাইবে না। খুন—হত্যা-কাণ্ড—রক্তপাত—এ সকলের মধ্যে আমি নাই। আমি এ প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইব না। অন্য কোন উপায় স্থির কর।"

টমারি। আর কোন উপায়ই নাই। হতভাগ্য যখন আমাদের গুহ্য বিষয় অবগত হইয়াছে, তখন উহার মৃত্যু নিশ্চিত।

তাহার পর উকিল বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া অনুজ্ঞার স্বরে কহিল, "বেশ করিয়া উহার হাত, মুখ এবং পা বাঁধ।"

টমারি এবং ডাক্তার বালককে ধরিয়াছিল, জন্ এবং ঘনশ্যাম ক্ষিপ্রহস্তে যদুর হাত, পা বাঁধিল এবং পাছে চীৎকার করে বলিয়া, উত্তমরূপে তাহার মুখের উপর একখানা চাদর জড়াইয়া গৃহতলে ফেলিয়া রাখিল। এ রকম বিপদ যদুর নূতন না হইলেও, স্বতঃ যেন তাহার মনে হইতে লাগিল, "এই বুঝি আমার শেষ লীলা-খেলা—এই বুঝি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত!"

এত বিপদে পড়িয়াও কিন্তু বালক নিরাশ হইল না। কি যেন একটা আশায়, তাহার হৃদয় মাতিয়া উঠিতে লাগিল। ধন্য আশা! তুমি আছ বলিয়াই জগৎ আছে, নচেৎ কোন্ দিন রেণু রেণু হইয়া কোন্ অনন্তে মিশিয়া যাইত।

বন্ধন সমাপ্ত হইলে টমারি সকলের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপে ইহাকে খুন করা হইবে?"

পুনরায় বিহ্বলা লিলি কহিল, "খুনের কথা মুখে আনিও না। খুন করিলে যদি ধরা পড়ি, আমাদেরও জীবন যাইবে। না—না, ইহাকে খুন করা হইবে না! তোমরা অন্য কোন উপায় দেখ।"

টমারি। আর কোন উপায় নাই। এক উপায় মৃত্যু, উহার মৃত্যু ভিন্ন আমরা নিরাপদ হইতে পারিব না।

জন্। খুন, খুন! খুন ভিন্ন অন্য কথা মুখে আনিও না। কখনই এই বালক-গোয়েন্দা জীবন লইয়া বাটী হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

লিলির চোখে জল আসিল। নীলায়ত যুগল চক্ষু ভাসাইয়া, গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা কক্ষতলে কার্পেটের উপর পড়িতে লাগিল। লিলি দুই হস্তে মুখাবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কেন আমি এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম! এখন ভাবিতেছি, এ কার্য্যে না নামিলেই ভাল হইত। হায়! হায়! কেন মরিতে পাপ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম।"

লিলি কাঁদিতে লাগিল। গাউন-শোভিত নিটোল পীবর বক্ষ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। টমারি প্রেম-প্রতিমার হাত ধরিয়া সোহাগমাখা স্বরে বুঝাইয়া কহিল,

"মিস্ লিলি! শান্ত হও। কেন বৃথা কাঁদিতেছ? ভয় কি তোমার। তুমি বসিয়া দেখ, যাহা করিতে হয়, আমরা করিতেছি। এ কার্য্য না করিলে আমাদের জীবন সংশয় ঘটিবে।"

ভজহরি অযথা কালবিলম্বে অস্থির হইয়া কহিল, "যাহা হয় একটা করিয়া ফেল। বৃথা বাক্-বিতণ্ডায় এ দিকে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল।"

টমারি কহিল, "বিষ প্রয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপায়। ডাক্তার! উহাকে খানিকটা তীব্র বিষ খাওয়াইয়াইয়া দাও।"

ভজহরি। আমার নিকট উপস্থিত কোন বিষাক্ত পদার্থ নাই।

টমারি। অস্ত্রের প্রয়োগ চলিবে না। রক্তপাত যাহাতে না হয়, এরূপভাবে কার্য্য সমাধা কর, তাহার পর মাটীর মধ্যে লাসটা পুঁতিয়া ফেলিব।

পুনরায় লিলি কহিল, "না, না, খুনের মৎলব একবারে ত্যাগ কর। এ বাটীর মধ্যে আজি যদি তোমরা ইহাকে হত্যা কর, কাল আমি এ বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

যদু গৃহতলে নিঃসহায় অবস্থায় পতিত। তাহার হস্ত পদ আবদ্ধ, মুখে কাপড় বাঁধা। অসহায় পড়িয়া হতভাগ্য বালক দুর্দ্দান্ত চক্রান্তকারীদের মুখে কি প্রকারে তাহাকে মৃত্যুকবলিত করা হইবে, তাহাই শুনিতে লাগিল। এ সময়ে তাহার হৃদয়-ভাব অবধারণ করা মনুষ্যশক্তির অসাধ্য। কি আশায় আর সে বুক বাঁধিবে? তাহার আশা করিবার পদার্থ জগতে কি কিছু আছে?

কিছু ক্ষণের জন্য সকলেই নীরব। লিলি কাঁদিতে কাঁদিতে

পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার মুখকমল প্রফুল্লিত, নীল নলিনের ন্যায় বড় বড় চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল এবং আনন্দ-প্রফুল্ল হইয়া, প্রেমাস্পদের প্রতি কত কটাক্ষই বিক্ষেপ করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুখকমল বিশুষ্ক, মলিন, অক্ষিযুগল অশ্রুপ্লাবিত, ভয়চকিত,—লীলাময়ী লিলি এখন বিষাদের একখানি মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। হায় ভাগ্য! তুমি কখন্ কোন্ পথে কাহার ভাগ্যস্রোত প্রবাহিত কর, কে বলিতে পারে?

লিলির হৃদয় পাপপূর্ণ, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি জঘন্য বৃত্তির আবাসস্থল হইলেও, এখনও সম্পূর্ণ পশুভাব ধারণ করে নাই। লিলি ছল করিয়া বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীকে পাগ্লা হাঁসপাতালে পাঠাইতে পারে, সেখানে সে অল্পে অল্পে অনন্তের পথে অগ্রসর হইতেছে, লোকের মুখে নির্ব্বিকারচিত্তে তাহা শুনিতে পারে, শত সহস্র মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া কৈতব শোকাশ্রুপ্রবাহে অপরকে বিমোহিত করিতে পারে, কিন্তু চক্ষের সম্মুখে একটী নরহত্যা হয়, তাহা তাহার হৃদয় সহ্য করিতে পারে না। তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিগুলি এখনও সমূলে উন্মুলিত হয় নাই। এখনও তাহার হৃদয় পাপের অন্তিম স্তরে প্রোথিত হয় নাই। মানব দয়ামমতা-বিবর্জ্জিত দানবপ্রকৃতি না হইলে আর নরহত্যায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না। বালককে হত্যা করিয়া মাটীর মধ্যে প্রোথিত করা হইবে শুনিয়া, লিলির হৃদয়ের সুপ্তপ্রায় বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিল।

কাতরকণ্ঠে কহিল, "না, কখনই ইহাকে হত্যা করা হইবে না।"

টমারি কিছু বিরক্ত হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া কহিল, "একবার সকল বিষয়টা ভাবিয়া দেখ। যতক্ষণ এ বালক আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আছে, ইহার মধ্যে যদি ইহাকে হত্যা না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, মুহূর্ত্তের জন্য আমরা সুস্থির হইতে পারিব না। এ আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। থানায় সংবাদ দিলে আমাদের সকল চক্রান্ত প্রকাশিত হইবে। তখন কেহ কারাবাস নিবারণ করিতে পারিবে না। সেই জন্য বলিতেছি, ইহাকে এ পৃথিবী হইতে অপসারিত না করিলে আমাদের জীবনের সুখশান্তি, আশা-ভরসা সকলই নষ্ট হইবে। বল, এখন তোমার অভিপ্রায় কি?"

পাপী মাত্রেই আত্মজীবন রক্ষার্থ পরের জীবন বলি দিবার আবশ্যক হইলেও তাহাতে পশ্চাৎপদ হয় না। টমারি ভবিষ্যৎ বিপদের চিত্র লিলির সম্মুখে ধরিলে, আত্মপ্রাণ, আপনার স্বাধীনতা এবং স্বার্থ সংরক্ষণার্থ তাহার হৃদয় যেন কিছু বিচলিত হইল। টমারি তাহার মনোভাব অবগত হইয়া পুনরায় কহিল, "আরও ভাবিয়া দেখ, যখন আমরা এ বিপদসঙ্কুল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আপনাদের ধন মান প্রাণ রক্ষার্থ আমরা কোন কর্ম্মে কুণ্ঠিত হইব না। তুমি হত্যার নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছ, কিন্তু প্রমোদাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলে না। এ বালক এই ক্ষণে—এই দণ্ডে মরিবে, প্রমোদা না হয় অল্পে

অন্নে, অনাহারে অনিদ্রায় দারুণ দুশ্চিন্তার গুরুভারে নিষ্পেষিত হইয়া দুইদিন পরে মরিবে; এইমাত্র প্রভেদ। প্রমোদার মৃত্যুতে তোমার ঐশ্বর্য্যলাভ, ইহার মৃত্যুতে সেই ঐশ্বর্য্য নিরাপদ এবং আমাদের সকলের জীবন রক্ষা হইবে। ইহাতে কেন কুণ্ঠিত হইতেছ?"

অশ্রুপ্লাবিত আনতবদন উত্তোলন করিয়া, একবার লিলি তীব্রদৃষ্টিতে টমারির মুখের দিকে চাহিল। যেন তাহার এই মৃদুভর্ৎসনার প্রত্যুত্তরে কহিল, "তুমিই ত পরামর্শ দিয়া আমাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছ, আবার এখন তিরস্কার করিতেছ কেন?" তাহার পর কহিল, "আর কি কোন উপায় নাই? আমি বলি, বালককে অর্থের দ্বারা বশীভূত কর। টাকার লোভ—বড় লোভ। সে প্রলোভন ত্যাগ করা বালকের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না।"

জন্ বাধা দিয়া কহিল, "মিস্ লিলি! আপনি ইহাকে জানেন না, তাই এ কথা বলিতেছেন। এ বড় ভয়ানক বালক। এ জীবিত থাকিলে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। ইহার মৃত্যুই প্রার্থনীয়। আমি একটী উপায় স্থির করিয়াছি, কফিনের ডালা খুলিয়া, উহার মধ্য হইতে ইট পাঠখেল বাহির করিয়া ফেলি, এবং এই অবস্থাতেই হতভাগ্য বালককে তাহার মধ্যে পুরিয়া, কফিনের ডালা আঁটিয়া দিই। কাল উহার জীবন্ত সমাধি হইবে।"

টমারি কহিল, "যুক্তি মন্দ নয়, কিন্তু উহাতেও একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমরা যতই দৃঢ়রূপে উহাকে বন্ধন করি না কেন, কাল সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাইবার

সময়, উহার গোঙানি-শব্দে বা নড়ন-চড়নে লোকের মনে সন্দেহ জন্মিবে।”

ভজহরি। আমি তাহার সদুপায় করিয়া দিতেছি। আমার নিকট একটা ঔষধ আছে, কোনরূপে উহার গলায় ঢালিয়া দিলে, ২৪ ঘণ্টাকাল অচেতন পড়িয়া থাকিবে।

টমারি। এই যুক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ! কফিনে পুরিয়া কাল একবার ভূগর্ভে রাখিয়া আসিতে পারিলে, সকল বিপদের সকল আশঙ্কার শেষ; তাহার পর জনের কার্য্য জন করিবে।

ভবিতব্যের কঠোর বিধান শুনিয়া যদুনাথের হৃদয়ের তপ্ত শোণিতপ্রবাহ যেন শীতল এবং রুদ্ধগতি হইয়া আসিল। ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষরিত হইল। আশার ক্ষীণালোকটুকু কে যেন হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইল।

ডাক্তার ভজহরি পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া আলোকের দিকে ধরিল। তাহার মধ্যস্থিত ঈষল্লোহিত তরলপদার্থ প্রদীপ্ত দীপালোকে ঝল্ মল্ করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে প্রেতপ্রকৃতি পাপাত্মা ভজহরির চক্ষের তারাও অস্বাভাবিক তেজ-দীপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। ঔষধটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিল, “ইহাতেই যথেষ্ট হইবে।”

অষ্টম শাখা।

—০—
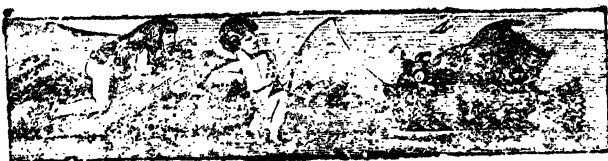
কঠোর ভবিতব্য।

যদু এখন কিরূপ শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত, তাহার জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত করা, মানব-লেখনীর সাধ্যাতীত। নররক্তলোলুপ যে সকল নরপিশাচ এখন তাহার ভাগ্যবিধাতা, তাহারা তাহার প্রতি কোনক্রমেই দয়া প্রকাশ করিবে না। তাহারা আপন আপন স্বার্থ, স্বাধীনতা, ধন, প্রাণ রক্ষার্থ, না করিতে পারে জগতে এমন পাপকার্য্য অতি বিরল।

যদু ভাবিতে লাগিল, "অনেকবার অনেক বিপদে পড়িয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধারও হইয়াছি; কিন্তু এবার আর আমার রক্ষা নাই। আমি বেশ বুঝিতেছি, এই আমার জীবনের শেষ কার্য্য; যদি সাধুচরণের কথা শুনিয়া অদ্য বাড়ী ফিরিতাম, বোধ হয়, এরূপভাবে আজ আমার মৃত্যু হইত না। তাহাতেই বা দুঃখ কিসের? দুঃখ কেবল কার্য্যোদ্ধার না করিয়া মরিতে হইল। মৃত্যু অবধার্য্য! মরিতে আমার ভয় হয় না। তবে এই সকল পাষণ্ড পাপকার্য্য সমাধা করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিবে, আর আমি বিপন্নকে উদ্ধার করিতে আসিয়া বিপদে পড়িব, নির্দ্দয়ান্তঃকরণ কতকগুলি মানবপশুর হস্তে জীবন দিব, ইহাই কি বিশ্ববিধাতার

বিশ্বরাজ্যের নিয়ম? না, তা কখনই সম্ভব নয়! নিশ্চয়ই আমি বাঁচিব। কিন্তু আর বাঁচিবার উপায় কৈ? কৃতান্তবেশে পাপাত্মা ডাক্তার তীব্র বিষ আমার গলায় ঢালিতে আসিতেছে।”

ডাক্তার ঔষধের শিশিটী পরীক্ষা করিয়া, বালকের গলায় ঢালিয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সহচরদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, “ঘনশ্যাম বাবু! ইহার মুখের বাঁধনটা খুলিয়া ফেলুন।”

ঘনশ্যাম এবং জন যদুর মুখের বন্ধন উন্মোচন করিতে করিতে কহিল, “যদি নড়িবি চড়িবি বা চীৎকার করিবি, একটী ঘুসায় তোমার বদনের হাড় ক'খানা ভাঙ্গিয়া দিব; গলায় পা দিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলিব।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে যদুর মুখের বন্ধন খোলা হইল, ভজহরি তাহার মুখে ঔষধ কয়েক ফোঁটা যেমন ঢালিয়া দিতে যাইবে, অমনি যদু এক বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। শশব্যস্তে ঘনশ্যাম তাহার মুখের উপর হাত চাপিয়া ধরিল। জন মুষ্টি তুলিয়া, তাহার নাসিকায় প্রহার করিতে উদ্যত হইল। টমারি বাধা দিয়া কহিল, “মারিও না”

ঘনশ্যাম কহিল, ছোঁড়া বড় পাজি, সহজে ইহাকে বাধ্য করা যাইবে না। ডাক্তার! এখন যাহা হয় একটা উপায় কর।”

ভজহরি জনের হস্তে ঔষধের শিশিটী দিয়া কহিল, “ধর, আমি বলিবামাত্র ইহার মুখে ঢালিয়া দিও।” তাহার পর দুর্ব্বৃত্ত বামহস্তে হতভাগ্য বালকের গলা এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার নাসিকা চাপিয়া ধরিল। যদু পুনরায় চীৎকার করিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু পারিল না। নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, মানুষ কতক্ষণ

থাকিতে পারে? শীঘ্রই শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের জন্য যদুকে মুখব্যাদন করিতে হইল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের ইঙ্গিতে জন বালকের মুখে শিশির মধ্যস্থিত তরল পদার্থ ঢালিয়া দিল। ডাক্তার বামহস্তের চাপ মুহূর্ত্তের জন্য অপসারিত করিবামাত্র, যদু বায়ু আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তরল পদার্থটাও উদরসাৎ হইল। ঘনশ্যাম পুনরায় তাহার মুখে উত্তমরূপে চাদর জড়াইয়া দিল। ভাগ্যবিড়ম্বিত বালক পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্ট নিরাশ্রয় পড়িয়া রহিল।

যদু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু ঔষধের তীব্রশক্তিতে শীঘ্রই তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইবে। যদু মনে মনে ভাবিল, "আর কেন—এই ত শেষ সময়। ঔষধ পেটে পড়িয়াছে, শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। নিদ্রাভরে চক্ষুর পাতা যেন বুজিয়া আসিতেছে।"

এদিকে জন কফিনের ডালা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ইট-পাঠখেল এবং প্রস্তরখণ্ড সকল বাহির করিতে লাগিল। যদু পড়িয়া পড়িয়া সকলই দেখিতেছে। তাহাদের কথাবার্ত্তা তাহার কর্ণরন্ধ্রে অস্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে। কথোপকথনের শব্দ ক্রমশঃ মৃদু হইতে মৃদুতর অনুভূত হইতেছে। দৃষ্টিশক্তিও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। শরীর অবসন্ন, মানসিকবৃত্তি নিস্তেজ—জ্ঞানরবি ক্রমশঃ ঔষধের তীব্রতেজে সমাচ্ছাদিত। সম্মুখস্থ নর-মূর্ত্তি, কক্ষ, কক্ষের আসবাবপত্র ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া দৃষ্টিশক্তির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছে। কুজ্ঝটিকাবরণের মধ্য দিয়া দূরস্থিত পদার্থের ন্যায় ক্রমশঃ অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। তাহাকে তুলিয়া ধীরে ধীরে কফিনের মধ্যে শোওইয়া দিল, অস্পষ্ট মনে

পড়ে। তাহার পর কি হইল, আর বুঝিতে পারিল না। সংজ্ঞা একেবারে লোপ পাইল।

জন কফিনের ডালা পুনরায় আঁটিয়া দিল। তাহার পর সকলে মিলিয়া ইষ্টক এবং প্রস্তরখণ্ডগুলি কক্ষ বাহিরে রাখিয়া আসিল। সে রাত্রির মত তাহাদের কার্য্য সমাপ্ত হওয়াতে, সকলে প্রস্থানোদ্যত হইল।

কল্য সমাধি সময়ে কি কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথাবার্ত্তা কহিয়া সকলে কক্ষের বাহির হইল। লিলি গৃহের আলোক নির্ব্বাণ পূর্ব্বক, কক্ষটী তালাবদ্ধ করিল।

সকলে প্রস্থান করিলে, আপন কক্ষে বসিয়া লিলি ভাবিতে লাগিল, "এইবার, এতদিনে আমার সকল আপদের শান্তি হইল। প্রমোদা—সর্ব্বনাশী! তোকে আমি কখনই দেখিতে পারিতাম না। তুই মনে ভাবিতিস্, আমি তোকে বড় ভালবাসিতাম। তুই নির্ব্বোধ, তাই আমার ভালবাসায় মুগ্ধ হতিস্, আমার কথায় ভুলিতিস্। বিষয়টা হস্তগত হইলে, টমারিকে বিবাহ করিব, দুইজনে মনের সুখে কাল কাটাইব। তুই হাঁসপাতালে থাক, যতদিন বাঁচিয়া থাকিবি, মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আর আমি এখানে রাজার রাণীর ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিব! বাঃ, কি বুদ্ধি! কি কৌশলই বিস্তার করিয়াছি!"
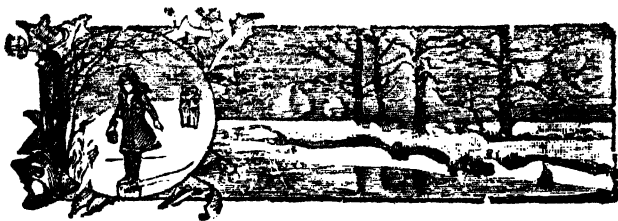
নবম শাখা ।

এ আবার কে ?

বেলা আট্‌টা বাজিল, যদু বাড়ী ফিরিল না। তাহার মাতামহী বড়ই উৎকণ্ঠীতা হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিন রাত্রেই তাহার প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা, কিন্তু যদু রাত্রিতে বাড়ী না আসাতে বৃদ্ধা ভাবিয়াছিলেন, দুর্য্যোগের জন্য আসিতে পারে নাই। অদ্য যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, বৃদ্ধার উৎকণ্ঠা এবং হৃদয়চাঞ্চল্যও ততই বাড়িতে থাকিল। অবশেষে আর বাড়ীতে স্থির থাকিতে না পারিয়া, সাধুচরণের দোকানে ছুটিয়া আসিলেন।

বৃদ্ধা সাধুচরণের মুখে পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা শুনিয়া, আরও ব্যথিত হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "নিশ্চয় তাহার কোন বিপদ ঘটিয়াছে। আমার মন যেন আমায় বলিয়া দিতেছে; যদু আর বাড়ী ফিরিবে না। তাহাকে কত বারণ করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমার কথা শুনিল না। আহা দুধের বালক! তাহার কি ঐ সব কাজ! ভগবান রক্ষা কর—ভালোয় ভালোয় তাহাকে বাটীতে আনিয়া দাও, আমি মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে বারণ করিব—গোয়েন্দাগিরি কাজে আর যাইতে দিব না।"

সাধুচরণ বৃদ্ধাকে অনেক বুঝাইয়া, কতকটা শান্ত করিয়া বাটী পাঠাইয়া দিল। বৃদ্ধা চলিয়া গেল, কিন্তু সাধুচরণের মনও যদুর বিপদাশঙ্কা করিতে লাগিল। হরিনাথ বাবুকে এ বিষয়ে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া, সাধুচরণ দোকান বন্ধ করিয়া যাইতে মনস্থ করিল। এমন সময়ে একটী ভদ্রলোক তাহার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধুচরণ তাঁহাকে দেখিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, "আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি দোকান-পাট বন্ধ করিয়া আপনার নিকট যাইতেছিলাম।"

এই উপস্থিত ভদ্রলোকটীর নামই হরিনাথ মজুন্দার। ইনি একজন ডিটেক্‌টিভ পুলিসের লোক। সুন্দর আকৃতি, বেশভূষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বয়স অনুমান পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর।

হরিনাথ বাবু কহিলেন, "কেন বল দেখি? এমন কি দরকার?"

সাধুচরণ তখন যদুর বিষয় যাহা যাহা জানিত বলিল। শুনিয়া হরিবাবু একটু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "তাহার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। সে যেমন সুবুদ্ধি, তেমনি চতুর। কোনরূপে বিপন্ন হইলেও, আপন বুদ্ধিবলে মুক্ত হইয়া চলিয়া আসিবে।"

হরিনাথ বাবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সাধুচরণের দোকানের সম্মুখে, রাস্তার অপর পার্শ্বে বৃক্ষ-মূলে ছায়ায় একখানি ভাড়াটীয়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সাধুচরণের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইবামাত্র সে শিহরিয়া উঠিল। হরিনাথ বাবু তাহার দিকে চাহিবামাত্র সে কহিল, "মহাশয়! এই সেই গাড়ী? যদু ইহারই অনুসরণ করিয়াছিল।"

হরি। ঠিক বলিতেছ?

সাধু। হাঁ মহাশয়।

হরি। কাল অমাবস্যার রাত্রি গিয়াছে, একে অন্ধকার, তাহার উপর মেঘ করাতে আরও অন্ধকার হইয়াছিল। তুমি সেই অন্ধকারের মধ্যে গাড়ীখানা দেখিয়াছিলে, এখন কি করিয়া চিনিতে পারিলে বল দেখি?

সাধু। গাড়ীখানা গ্যাসের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহার আলোকে আমি উহার নম্বরটা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আরও ঐ গাড়বানকে দেখিয়াই চিনিতে পাথিয়াছি। ও গাড়ী থামাইয়া, আমার পার্শ্বের দোকান হইতে বাতি খরিদ করিয়া লইয়া যায়।

হরিনাথ বাবু সাধুচরণকে আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া, একবার অন্যমনস্কভাবে গাড়ী এবং গাড়বানের দিকে চাহিলেন। গাড়ীর নম্বরটা মনে করিয়া রাখিলেন। গাড়বান বৃক্ষের ছায়ায় গাড়ী রাখিয়া, কোচবাক্সের উপর বসিয়া ঢুলিতে লাগিল। হরিনাথ বাবু প্রস্থান করিলেন।

হরিবাবুর চলিয়া যাইবার অনুমান পনের মিনিট পরে, এক মুসলমান যুবক আসিয়া, পূর্ব্বোক্ত গাড়ীর নিকট দণ্ডায়মান হইল। তাহার বেশভূষা পশ্চিমদেশীয় ইতর শ্রেণীর মুসলমানের ন্যায় এবং প্রথম দৃষ্টিতেই, সেও যে একজন কোন গাড়ীর গাড়বান, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহার গলায় পিরাণের উপর মিউনিসিপালিটীর লাইসেন্স টিকিট ঝুলিতেছিল।

শীঘ্রই নবাগতের সহিত পূর্ব্বোক্ত গাড়বানের আলাপ পরিচয় হইল। সমব্যবসায়ী, জাতভায়া, সহজেই মেশামেশি হইল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইল, পাঠক

পাঠিকার আখ্যায়িকার অনুরোধে তাহার কতকটা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তাহারা অবশ্য হিন্দুস্থানী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিল, কিন্তু সেই কথাগুলি অবিকল এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলে, অনেক বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার শ্রুতিকঠোরতা বিধান করিবে ভাবিয়া, তাহার সার মর্ম্ম সোজা বাঙ্গালা ভাষাতেই লিপিব। করিলাম।

নবাগত জিজ্ঞাসিল, "ঘোড়া দুটা কত কিনিয়াছ ভাই?"

গাড়বান। ছ' কুড়ি বার টাকা।

নবাগত। বেশ সুবিধা হইয়াছে। কাল খুব বেশী রাত পর্য্যন্ত বোধ হয় গাড়ী যোতা ছিল। ঘোড়া দুইটা অথম বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমিও ত বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছ দেখিতেছি।

গাড়বান নবাগতের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। নবাগত কিন্তু অন্যমনস্ক—তাহার দৃষ্টি ঘোড়ার উপরে। গাড়বান উত্তর করিল, "হাঁ, কাল রাত্রে খুব একটা বড় দাঁও মিলিয়াছিল। ভোরের বেলায় গাড়ী আস্তাবলে রাখিয়া শুইয়াছিলাম। আজ সকালে বাহির হইতে পারি নাই, এই মাত্র গাড়ী যুতিয়া বাহির হইতেছি। গাটা কেমন মাটী মাটী করিতেছে—চোখ হইতে ঘুম ছাড়িতেছে না।"

নবাগত। আমার একটা ঘোড়ার পায়ে বড় বেদনা ধরিয়াছে, আমি আজ আর গাড়ী যুতিতে পারি নাই। একবার বলিকাতা যাইতে হইবে, একটু বরাত আছে।

গাড়বান। একটু সবুর কর, ওদিকের একটা ভাড়া জুটিলে আমার গাড়ীতে বসিয়াই যাইতে পারিবে।

নবাগত। সেই ভাল কথা। কাল রাত্রে ভাই বড় দুর্য্যোগ গিয়াছে। আমিও সে সময়ে গাড়ী লইয়া বাহিরে ছিলাম। এখন আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তুমি এই রাস্তা ধরিয়া কলিকাতার দিকে যাইতেছিলে। তোমার গাড়ীর পিছনে একটা ছোঁড়া বসিয়াছিল। সে কি তোমার কেহ হয় নাকি?

গাড়বান পুনরায় নবাগতের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। নবাগতের দৃষ্টি কিন্তু তখনও ঘোড়ার দিকে। গাড়বান কহিল, "না হে, সে আমার কেহ নয়। সে একটা বাঙ্গালী ছোঁড়া। কাল তাহাকে লইয়া একটু মজাও হইয়াছিল।"

নবাগত। কি রকম?

গাড়বান। ছোঁড়া কখন্ আমার গাড়ীতে চড়িয়াছিল, আমি তাহার কিছুই জানি না। আমরা যখন জানবাজারে পৌছিলাম, সকলে একটী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ছোঁড়াটাও বাড়ীর দরজা খোলা পাইয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার পর বাবুরা তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

নবাগত। ছোঁড়াটার মনে বোধ হয় কোনরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, তাই তোমার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল।

গাড়বান। আমারও তাই বোধ হয়।

নবাগত। গাড়ীতে কি কোন স্ত্রীলোক ছিল?

গাড়বান। একজন ছিল—সে একটা পাগল।

নবাগত। তাহা হইলে তাহাকে হাসপাতালে রাখিতে গিয়াছিলে বল?

গাড়বান। না, হাসপাতাল নয়—সে একটা ভদ্রলোকের

বাড়ী। শুনিলাম, সেখানে তাহার কে আছে। আমরা ভাই গাড়বান, গরিব লেকে, রোজ খাটিয়া খাই, ভাড়া পাইলেই হইল, কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে সে দিকে আমাদের নজর রাখিবার দরকার কি?

নবাগত। তা বই কি! এখন পুলিস আসিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, কাল কোন্ বাড়ী হইতে সোয়ারী লইয়া, কোন্ বাড়ীতে রাখিতে গিয়াছিলে, তুমি বলিবে, অন্ধকারে বাড়ীর আর কি ঠিক আছে মহাশয়।

গাড়বান। নিশ্চয়ই!

ইহার পরেই দুইজন কিছু সময়ের জন্য নীরব। নবাগত দেখিল, গাড়বান প্রাণ খুলিয়া সকল কথা বলিতে অনিচ্ছুক। তাহার দুই একটী প্রশ্নে, তাহার মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল, এক্ষণে সে কহিল, "এস ভাই! একটু সরাপ পান করা যা'ক। আমি আগে টানিয়া আসি, তাহার পর তুমি যাইও। খরচ আমি দিব।"

গাড়বান সহজেই সম্মত হইল। নিকটেই মদের দোকান। নবাগত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দোকানদারের সহিত কি দুই চারিটী কথাবার্ত্তা কহিয়া ফিরিল। তাহার পরে গাড়বান দোকানে ঢুকিয়া, সরাপ পান করিয়া আসিল। তাহার মনটা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্ল এবং শরীরের অবসন্নতা দূর হইল। এইরূপে পালাক্রমে দুইজনে তিন চার বার দোকানে প্রবেশ করিল। কিন্তু নবাগত একবারও মদ্য স্পর্শ করিল না। ক্রমশঃ সুরাশক্তির কার্য্য আরম্ভ হইল। গাড়বান মনের কপাট খুলিয়া, নববন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

নবাগত পুনরায় জিজ্ঞাসিল, "আচ্ছা, সে ছোঁড়াটার সঙ্গে আর তোমার দেখা হইয়াছিল?"

গাড়। হাঁ—হইয়াছিল বৈ কি।

নবাগত। কোথায়?

গাড়। জানবাজার হইতে সেই বাবুদের লইয়া পুনরায় রসারোডে ফিরিয়া আসি। আমি গাড়ীতে বসিয়া ঢুলিতেছিলাম, একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, সহসা চাহিয়া দেখি, সেই বালকও বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেছে।

নবা। কোন্ বাড়ীর মধ্যে?

গাড়। যে বাড়ীতে বাবুরা আমার গাড়ী হইতে নামিয়া প্রবেশ করিল।

নবা। জানবাজার হইতে সে ছোঁড়াটা এত শীঘ্র এখানে কিরূপে আসিল?

গাড়। বোধ হয় এবারেও আমার গাড়ীর পশ্চাতে বসিয়া আসিয়াছে।

নবা। ঠিক—এই কথাই ঠিক। খুব চালাক ছোক্‌রা। আমার বোধ হয়, কোন লোক তাহাকে গোয়েন্দার কাজে নিযুক্ত করিয়াছে!

গাড়। আশ্চর্য্য নয় কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে আপনা হইতেই এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

নবা। যে স্ত্রীলোকটী পাগল হইয়াছে বলিলে, তাহাকেও কি এই বাড়ী হইতে লইয়া গিয়াছিলে?

গাড়। হাঁ।

নবা। তাহা হইলে দেখিতেছি, ছোঁড়াটা সমস্ত পথ

তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিল। রসারোড হইতে জানবাজার গিয়াছিল এবং সেখান হইতে রসারোডে ফিরিয়া আসিয়াছে।

বা! বেশ ছোকরা। তাহার পর আর তাহাকে দেখ নাই?

গাড়বান তাহার কথার উত্তর দিতে যাইতেছিল, সেই সময়ে একটী ভদ্রলোক আসিয়া ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। নবাগতেরও কলিকাতা আসিবার বেশ সুবিধা হইল। সে তাহার কাপড়ের ক্ষুদ্র পোটলাটী লইয়া কোচবাক্সে উঠিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

কিছুদ্দূর আসিয়া নবাবগত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "সে ছোঁড়াটাকে বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতে দেখ নাই?"

গাড়। না। আমার বোধ হয়, সেও সেই বাড়ীতে বাস করে।

নবা। কিরূপে জানিলে?

গাড়। সে যেরূপ অবাধে এবং নির্ভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল কোন অপরিচিত লোকে কখন অপরের বাটীর মধ্যে ওরূপ ভাবে যাইতে সাহস করে না।

ইহার পরেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু সে সকলের সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার কোন সংশ্রব না থাকায় আর বর্ণন করিলাম না।

গাড়ী যথাসময়ে ধর্ম্মতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আরোহী ভাড়া দিয়া প্রস্থান করিল। গাড়বান গাড়ীখানি ঘুরাইয়া পথের একপার্শ্বে রাখিতেছিল, এমন সময়ে একটা বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভাড়া যাইবে?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া, গাড়বান বাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ্ঞা, যা'ব বৈ কি! আমি ত কাল রাত্রে আপনাদের লইয়া দুই তিন জায়গায় গিয়াছিলাম।"

বাবু। ঠিক ঠিক। আমি এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই। তা বেশ—চল, সেই বাড়ী।

গাড়। কোন্ বাড়ী? জানবাজারে না রসারোডে?

বাবু। রসারোডে।

বাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। নবাগত কোচবাক্স হইতে নামিয়া কলিকাতাভিমুখে চলিল। গাড়ীও টালিগঞ্জের দিকে ছুটীল। বাবু পাঠকের পরিচিত,—নাম ঘনশ্যাম।

গাড়বানের নববন্ধুর কিন্তু কলিকাতা যাওয়া হইল না। পূর্ব্বোক্ত গাড়ী ঘনশ্যাম বাবুকে লইয়া রসাভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র, সে লোকটীও নিকটস্থিত একখানা গাড়ীর গাড়-বানকে বস্ত্রের ভিতর হইতে কি একটী পদার্থ বাহির করিয়া দেখাইল। শকটচালক শিহরিয়া মুসলমান যুবকের মুখপানে চাহিল। যুবক একটু হাসিয়া কহিল, "ঐ যে ঐ গাড়ীখানা যাইতেছে দেখিতেছ, উহার পশ্চাৎ চল। শীঘ্র, বক্‌সিস পাইবে।"

যুবক গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী পূর্ব্বোক্ত গাড়ীর অনুসরণ করিয়া চলিল।

দশম শাখা।

—•—

ভিতরে কিছু আছে না কি?

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত, গাড়বানের নব পরিচিত মুসলমান বন্ধুটী যে, বালক গোয়েন্দা যদুনাথের শিক্ষাগুরু হরিনাথ মজুমদার ছদ্মবেশে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

হরিনাথ বাবু গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "গাড়বান যদুকে রসারোডের কোন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে দেখে নাই। এখন জিজ্ঞাস্য—গাড়বান যাহাকে বাড়ীর মধ্যে যাইতে দেখিয়াছে, সে যদু কি না? অপর বালক কি হইতে পারে না? না। এত সাহস আর কাহারও হইবে না। রাত্রিকালে, অনাহুত, অপরের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করা যাহার তাহার সাহসে কুলাইবে না। যদু সন্দেহবশে গাড়ীর অনুসরণ করিয়া, জানবাজারে কোন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে সম্ভবতঃ ধরা পড়ে। কিন্তু তাহার স্বাভাবিক উদ্যমশীলতা সহজে নষ্ট হইবার নহে। পুনরায় সে ঐ গাড়ীর পশ্চাতে বসিয়া রসারোডে ফিরিয়া আসে এবং উক্ত বাটীর মধ্যে

প্রবেশ করে। এখন আমাকে প্রথম তত্ত্ব লইতে হইবে— ঐ বাড়ীতে।"

হরিনাথ বাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদু যে কোনরূপ বিপদে পড়িয়াছে, এ কথা একবারও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার অন্তরে ধারণা জন্মিয়াছিল, যদু যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহার শেষ না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। ঘটনাটী কোনরূপ গূঢ়রহস্যাত্মক—বালক যতক্ষণ তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে না পারিবে, ততক্ষণ বাটী ফিরিবে না। কিন্তু হায়, ডিটেক্‌টিভ বাবু যদি যদুর বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্নাবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেন, তাহা হইলে কখনই সুস্থির-চিত্তে এরূপভাবে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। যদুর কোন বিপদাশঙ্কা না করিলেও, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করাতে, তাঁহার হৃদয় কতকটা বিচলিত হইয়াছিল, সেই জন্যই আজ ছদ্মবেশ।

এদিকে প্রথম গাড়ী আসিয়া, রসারোডের ** নং বাটীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অনুসরণকারী দ্বিতীয় গাড়ীর গাড়বান, প্রথম গাড়ীকে লক্ষ্য করিয়া কিছু দূরে দূরে গাড়ী হাঁকাইতে-ছিল। এক্ষণে প্রথম গাড়ীকে থামিতে দেখিয়া, দ্বিতীয় গাড়-বান জিজ্ঞাসিল, "বাবু! গাড়ী থামিয়াছে, আমিও কি দাঁড়াইব ?"

"দাঁড়াও" বলিয়া, হরিনাথ বাবু গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র গাড়বান স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং ভীত। যুবা মুসলমান গাড়বানের পরিবর্ত্তে, গাড়ী হইতে এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী অবতরণ করিল। গাড়ীর

মধ্যেই তাঁহার বয়স এবং বেশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি তাহাকে কহিলেন, "আমি যতক্ষণ না ফিরি, আমার জন্ত অপেক্ষা কর।"

হরিনাথ বাবু কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইয়া ** নং বাটীখানির উপর দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। অবিলম্বে ঘনশ্যাম বাবু বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। গাড়ী কলিকাতার দিকে চলিল।

হরিনাথ বাবু ভাবিলেন, "গাড়ীর অনুসরণ করিয়া কোন ফল নাই। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, যদি কোন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। বহির্দ্বারে কাল ফিতা ঝুলিতেছে দেখিয়া, অনুমান করিলেন, এ বাটীর মধ্যে কাহা-রও মৃত্যু ঘটিয়াছে। তিনি সে দিকে তত লক্ষ্য না করিয়া, দ্বারে মৃদু করাঘাত করিলেন। এক বর্ষীয়সী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের কি আবশ্যক?"

হরি। আমি একবার বাড়ীর কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

বর্ষীয়সী। বাড়ীর কর্ত্তা!—এ বাড়ী ত মিস্ লিলি বিবির। আপনি কি তাঁহার সহিত দেখা করিবেন?

হরি। হাঁ।

"আমার সঙ্গে আসুন" বলিয়া বর্ষীয়সী অগ্রবর্ত্তিনী হইল। হরিনাথ বাবু তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। পরিচারিকা তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া, বিবিকে সংবাদ দিতে গেল।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে মিস্ লিলি বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ

করিল। তাহার পরিধানে কাল রেশমী পোষাক। হাতে কাল রুমাল। কাল পোষাকের উপর ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তল-রাজী পড়িয়া, মিশিয়া গিয়াছে। হাতে কাল দস্তানা—চরণপদ্মে বিলাতী বুট, সেও কাল। আজ লিলি বিবি প্রিয়ভগ্নী প্রমোদার অকালমৃত্যুতে বড়ই দুঃখিত, বড়ই মর্ম্মাহত, বড়ই শোকাভিভূত হইয়াছে, তাই জগতের লোককে দেখাইবার জন্য শোকচিহ্নস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে কাল পোষাক পরিয়াছে।

লিলি বিবি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বৃদ্ধবেশী হরিনাথ বাবু তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে এক-খানি বিষাদপ্রতিমা। সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবসনাচ্ছাদিত, কিন্তু সেই কৃষ্ণবসনের মধ্যে সুন্দর মুখখানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সুন্দর মুখে সুনিপুণ চিত্রকরাঙ্কিত তুলিকাচিত্রবৎ ভ্রূরেখা আরও সুন্দর, আরও মনোজ্ঞ। সেই ভ্রূরেখাতলে দুইখানি সুন্দর স্বচ্ছ বৃহচ্চক্ষু। কি জানি কেন, সে চক্ষের দৃষ্টি হরিনাথ বাবুর ভাল লাগিল না।

কামিনীর প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিবি জিজ্ঞাসিল, "আমায় আপনার আবশ্যক কি?"

হরিনাথ বাবু যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কিছু মনে করিবেন না—আপনাকে গোটা দুই কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

লিলি। কি কথা?

হরি। কাল রাত্রি আন্দাজ ১২টার সময়ে এই বাড়ীতে একটী বালক আসিয়া—

লিলির সুন্দর মুখ মুহূর্ত্তে কালিমাপ্রাপ্ত হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হরিনাথ বাবু শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকি! আপনি অমন করিতেছেন কেন? আপনার কি কোন অসুখ বোধ হইতেছে?"

লিলি সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, অকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "ও কিছুই নয়—ভাল হইয়াছে—মাঝে মাঝে আমার ওরকম অসুখ হয়, আবার তৎক্ষণাৎ সারিয়া যায়।"

বাস্তবিক তাহাই হইল, চকিতের মধ্যে লিলির অসুখ সারিয়া গেল। মুখের পূর্ব্বলাবণ্য ফিরিয়া আসিল। গম্ভীর স্বরে বিবি সাহেব উত্তর করিল, "একটী বালক! হাঁ—হাঁ, আসিয়াছিল বটে। একখান পত্র লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে ত তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়।"

হরিনাথ বাবু বড় গোলে পড়িলেন। এক বিষম সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। অন্তরমধ্যে চিন্তার এক খরপ্রবাহিনী বহিল। আপন মনে আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালকের কথা উত্থাপন করিবামাত্র, বিবির মুখ শুখাইল কেন? ভয়ে—না বাস্তবিকই তাহার কোন রোগ আছে? ভিতরে কি কিছু রহস্য আছে? ভাল বুঝিলাম না। মোট কথা, সহসা ওরূপ পরিবর্ত্তন আমার ভাল বোধ হইতেছে না।"

মনের মধ্যে উক্তরূপ প্রশ্ন এবং তাহার যথাযোগ্য মীমাংসা চলিতে লাগিল। মুখে কিন্তু অন্য কথা। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সে বালকটীকে চেনেন?"

লিলি। না মহাশয়! কেমন করিয়া চিনিব?"

হরি। পূর্ব্বে তাহাকে আর কখন দেখেন নাই? আর কখন চিঠি-পত্র লইয়া আসে নাই?

লিলি। না।

হরি। কি হইয়াছে শুনিবেন, ছোকরাটী সন্ধার পূর্ব্বে বাটী হইতে বহির্গত হয়, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে বাড়ী ফেরে নাই। বাড়ীর সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়াছে। লোক পরম্পরায় শুনিলাম, মধ্য রাত্রিতে এই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াছিল। যেমন করিয়া পারি, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

পুনরায় যুবতীর মুখচন্দ্রমা মেঘাবৃত হইল। পুনরায় রমণীর সুন্দর মুখ মলিন এবং বিশুষ্ক হইল; কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। চকিতের মধ্যে সে ভাব তিরোহিত হইল। কামিনী স্বাভাবিক কোমলকণ্ঠে উত্তর করিল, "মহাশয়! আপনার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম কিন্তু কি করিব, সে বালক সম্বন্ধে অধিক কিছু জানি না।"

হরিনাথ বাবু প্রস্থানোদ্যত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কে মরিয়াছে?"

হরিনাথ বাবুর প্রশ্নে যুবতীর চক্ষে জল আসিল। রুমালে চক্ষু মুছিয়া কহিল; "আমার একটী ভগ্নী ছিল, মারা গিয়াছে। আজ তাহার সমাধি।"

হরি। বৃথা দুঃখ করিয়া কি করিবেন, সকলেরই ঐ পথ।

হরিনাথ বাবু বিদায় হইলেন। তাঁহার সকল শ্রম পণ্ড হইল। এতদূর অগ্রসর হইলেন কিন্তু কোন তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। কেবল মনের মধ্যে একটী বিশ্বাস

বদ্ধমূল হইল, যুবতী বালকসম্বন্ধে অনেক কথা জানে কিন্তু বলিতে অনিচ্ছুক।

রাস্তায় চলিতে চলিতে এ বিষয়টী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যদু নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়িয়াছে। তিনি প্রাতঃকালে তাহার সন্ধানে আসিয়াছিলেন, তাহাকে কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য। প্রথমতঃ সেই জন্যই তাহার অন্বেষণ করেন কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কারও বৃদ্ধি পাইল। তিনি যদুকে বড়ই ভালবাসেন, যদি তাহার কোনরূপ বিপদ্‌পাত হইয়া থাকে, প্রাণপণযত্নে তাহাকে সাহায্য করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আপাততঃ তিনি অনুসন্ধানে বিরত হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে যদি যদু বাটীতে না ফিরিয়া আইসে, কোন্ স্থান হইতে কর্য্যোরম্ভ করিতে হইবে স্থির করিয়া রাখিলেন।

হরিনাথ বাবু থানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যুবতীর মুখভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তন যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "ভিতরে কিছু আছে নাকি ?"

একাদশ শাখা।

কে সে।

হরিনাথ বাবুর প্রস্থানের পর, লিলি বিবি একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। এখন আর সে হর্ষপ্রফুল্ল মুখশ্রী, আনন্দদীপ্তিবিভাষিত চটুলনয়নের মনোলোভা শোভা, মুকুলিত নবকিসলয়গঞ্জী অধরপুটের সে সরস ভাব নাই। মুখকান্তি মলিন—প্রদোষপদ্মের মত শুষ্ক, আভাশূন্য। নেত্রদৃষ্টি বিষণ্ণতা-মাখা, ভয়চকিতা বনকুরঙ্গীর চঞ্চল দৃষ্টির ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিতা। রসস্ফীত কমনীয় ওষ্ঠাধর বিশুষ্ক, ঈষৎ দ্বিধাকৃত, ঈষৎ কম্পিত,—নিদাঘের খর রবিকরতপ্ত স্থলপদ্মিনীবৎ রসশূন্য। মুহূর্ত্ত মধ্যে লিলি বিবির শরীরে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। কেন?

কেন? তাহা কি প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে? পাপীর মন আশঙ্কার চির আবসভূমি। যদু মৃতবৎ কফিনের মধ্যে শায়িত। বৃদ্ধ তাহার অনুসন্ধানে তাহার নিকট আসিয়াছিলেন। এত স্থান থাকিতে, এত লোক থাকিতে, এ স্থানে তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিল কেন? তবে কি বৃদ্ধ কোনরূপ সন্ধান পাইয়াছে? লিলির এখন এই চিন্তা। মনের মধ্যে এখন এই ভাবনা।

লিলি বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময়ে মিষ্টার টমারি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রণয়িনীর মলিন মুখ দেখিয়া, যুবকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। শশব্যস্তে নিকটস্থ হইয়া ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসিল, "লিলি! অমন করিয়া বসিয়া কেন? হইয়াছে কি?"

যুবতী ভগ্নস্বরে উত্তর দিল, "আর বলিব কি, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এইবার আমরা ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম!"

সুন্দরীর নীলোজ্জল নয়ন ফাটিয়া, গণ্ড বহিয়া দর দর ধারে মুক্তাপ্রতিম অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। টমারি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কাতর হইয়া, প্রণয়িনীর করপল্লব আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বিষাদিতস্বরে জিজ্ঞাসিল, "কেন এত কাতর হইতেছ? কিসের এত ভয়? কি হইয়াছে বল দেখি?"

লিলি। একজন লোক ছোঁড়াটার অনুসন্ধানে আসিয়া ছিল।

টমারি। কে সে?

লিলি। জানি না। পূর্ব্বে তাহাকে কখনও দেখি নাই বৃদ্ধ, সম্পূর্ণ অপরিচিত।

টমারি। আসিয়া কি বলিল?

লিলি। বলিল, 'আমি একটী বালকের অনুসন্ধানে আসিয়াছি। কাল রাত্রি আন্দাজ ১২টার সময়ে সে এখানে আসিয়াছিল।'

সহসা টমারি সাহেবের মুখখানিও বিশুষ্ক এবং মলিন হইল। অন্যমনস্কভাবে সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তাহার কি উত্তর দিয়াছ?"

লিলি। বালকের নাম শুনিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম, ভয়ে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ

হইয়া, স্বভাবিকস্বরে কহিলাম, 'হাঁ, একজন বালক একখানা পত্র লইয়া আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়াছে।'

এই কথা শুনিয়া নরপশু টমারির বিশুষ্ক মুখমণ্ডল হর্ষ-প্রফুল্ল হইল। হাসিতে হাসিতে, সাদরে সুন্দরীর চিবুক ধরিয়া কহিল, "বাঃ বেশ উত্তর দিয়াছ! লিলি, তুমি বড় বুদ্ধিমতী। তোমার রূপে আমি যেমন আত্মহারা, তোমার গুণে ততোধিক বিমুগ্ধ। বাঃ বেশ বলিয়াছ! কে সে বালক! আমারা তাহার কি জানি! আমাদিগকে আর কে সন্দেহ করে?"

যুবতী টমারির হাত ধরিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, "টমারি! এ বিষয়টা তত লঘু মনে করিও না। হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নয়। এ লোকটা কে? বালকের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি? বালক যে এখানে আসিয়াছিল, সে কিরূপে জানিতে পারিল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যতই ভাবিতেছি, ততই আশঙ্কা বাড়িতেছে। তোমরা আমার কথা না শুনিয়া, কেবল এই অনর্থ ডাকিয়া আনিলে। বালককে তখন যদি ছাড়িয়া দিতে, এখন আর নূতন বিপদে পড়িতে হইত না।"

প্রণয়িনীর মৃদুভর্ৎসনায় টমারি লজ্জিত হইয়া কহিল, "গত কর্ম্মের আলোচনায় এখন আর কোন ফল নাই। লোকটা যেই হউক, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমাদের উপর কোনরূপ সংশয় আসিবে না। ছোঁড়াটা যে কফিনের মধ্যে আছে, এ কথা সে জানিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। কফিন একবার কবরের মধ্যে পুরিতে পারিলে, সকল আপদের সান্তি হয়। কার সাধ্য কোনরূপ সন্দেহ করে। আমরা তখন সকল শত্রুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে পারিব।"

লিলি। কিন্তু সমাধি যে ভালয় ভালয় সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার বোধ হয় না। কে যেন আমার কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে, এই বালক হইতে তোদের সর্ব্বনাশ হইবে। যদিও ধরা না পড়িতিস, এইবার পড়িবি।

টমারি। তুমি অত ভীত হইও না। সাহসে বুক বাঁধ। যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, এখন আর তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই। আজ বেলা দুইটার সময়ে মৃতদেহ সমাধিক্ষেত্রে নীত হইবে। এ অভিনয়ের যে অংশটুকু তোমায় অভিনয় করিতে হইবে, তাহা যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

লিলি। সে জন্য নিশ্চিন্ত থাক। আমার দোষে বা অপরিণামদর্শিতায় কার্য্য পণ্ড হইবে না।

টমারি। তাহা হইলেই হইল।

তাহার পর দুইজনে পাশাপাশি উপবিষ্ট হইয়া, নানা বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে হতভাগ্য যদু এখন সেই শবাধারের মধ্যে শায়িত। ঔষধের তীব্রশক্তিতে জ্ঞানরহিত। বেলা দুইটার সময়ে কফিন সমাধিক্ষেত্রে নীত হইবে—জীবন্তে যদুর কবর হইবে, তাহার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। হায় ভবিতব্য! তোমার কঠোর বিধানে বালকের অদৃষ্টে এই ঘটিল? তাহার কি উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই?

ষড়যন্ত্রকারীরা যেরূপ কৌশলজাল বিস্তারিত করিয়াছে, যেরূপ ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে যে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, এমন ত কাহারও বিশ্বাস হয় না। তবে কি পরোপকারী পঞ্চদশবর্ষীয়

বালকবীরের জীবনপ্রবাহ এইরূপে পরিশুষ্ক হইবে? তাহ জীবন রঙ্গমঞ্চে এইরূপে কি অকালে যবনিকা পড়িবে?

কে বলিবে, "না"। ভবিষ্যতের নিবিড়ান্ধকার ঠেলিয়া, কে উত্তর দিবে, ভবিতব্যের বিধান অন্যরূপ। হায় যদু! তোমার অদৃষ্টে কি আছে, তোমার ভাগ্যসূত্র যিনি পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই বলিতে পারেন। মানবের দৃষ্টিশক্তি এখানে অন্ধ।

—০—

দ্বাদশ শাখা।

আমি কি পাগল।

স্নিগ্ধ প্রভাতপবনের মৃদুহিল্লোলস্পর্শে অভাগিনী প্রমোদার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। প্রমোদা চাহিয়া দেখিল।

ঔষধের তীব্রশক্তির হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার কার্য্যকারিণী শক্তি এককালে লোপ পায় নাই। এখনও প্রমোদার শরীর অবসন্ন, মনোবৃত্তি নিস্তেজ, মস্তিষ্ক বিকৃত। এক একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিতেছে, পরক্ষণেই যেন নিদ্রাভরে নয়নপল্লব মুদিয়া আসিতেছে। নব আবাস নিদ্রালসচক্ষে এক অভিনব স্বপ্নরাজ্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

প্রমোদা উঠিয়া বসিবার প্রয়াস পাইল, পারিল না। মাথা ঘুরিতে লাগিল, পুনর্ব্বার শয্যায় শুইয়া পড়িল। উভয় করে দুই নেত্র আবৃত করিল, তাহার পরে স্বেদাক্ত ক্ষুদ্র ললাট দক্ষিণ করে চাপিয়া ধরিল। সকলই নূতন! বাসগৃহ, শয্যা, গৃহসামগ্রী সকলই অভিনব! প্রমোদা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে এক বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল, সে কোথায়? এ কি তাহার শয়নকক্ষ!

প্রমোদা ধীরে ধীরে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ক্ষুদ্র

প্রকোষ্ঠে—উচ্চে, অনেক উচ্চে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ! গবাক্ষে গবাক্ষে লৌহগরাদে! হতভাগিনী কক্ষতলে দণ্ডায়মান হইল। পা কাঁপিতেছে, মাথা টলিতেছে, দুই হস্তে গৃহপ্রাচীর ধরিয়া দ্বারের নিকট আসিল। দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিল, কাহারও সাড়াশব্দ নাই। ভীতা হইয়া উচ্চকণ্ঠে দাস-দাসীর নাম ধরিয়া ডাকিল। কোন উত্তর নাই। এবার তাহার উৎকণ্ঠা আরও বাড়িল। ভয়বিহ্বলা যুবতী এইবার "দিদি—দিদি" করিয়া মিস লিলিকে ডাকিতে লাগিল। লিলিকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। তাহার কোন কার্য্যে কখনও তাহার কোন সন্দেহ হয় নাই। আজও হইল না। বিপদে পড়িয়া দিদিকে ডাকিল, দিদি আসিল না। তাহার চক্ষে জল আসিল। এই সময়ে আর এক ঘটনা। বাহিরে কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ বিকট হাসি হাসিতেছে, কেহ ঈশ্বরের নিকট করুণস্বরে মৃত্যু ভিক্ষা চাহিতেছে। এ কাহারা? প্রমোদার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে সেইস্থানে বসিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে কিছু সুস্থ হইয়া, বিপন্না যুবতী শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমি কোথায়? এ ত আমার প্রকোষ্ঠ নয়! এ যে সবই নূতন! আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কেন এমন হইল? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না, এই ত বেশ সজ্ঞানে বসিয়া আছি। তবে এ কি? একি কোন প্রহেলিকা? না কোন ইন্দ্রজাল? কিংবা আমি জাগ্রত নই—আমি সুপ্ত—একি স্বপ্নরাজ্য? কে আমার কথার উত্তর দিবে?"

এই সময়ে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং দুইজন স্ত্রীলোক

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। প্রমোদা লক্ষ্যহীনদৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে পূর্ব্বে কখনও তাহাদিগকে দেখে নাই। এ স্বপ্নরাজ্যের সবই কি নূতন, এখানে প্রমোদার পরিচিত লোক কি একটীও নাই?

এ স্ত্রীলোক দুইটী পূর্ব্বরাত্রের ধাত্রীদ্বয়। তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

প্রমোদার মুখে উত্তর নাই। ধাত্রী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, একটু সুস্থ বোধ হইতেছে?'.

প্রমোদা এবার কথা কহিল, কিন্তু তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? আমি কোথায়?"

ধাত্রী। তুমি আমাদের তত্ত্বাবধানে আছ। আমরা এই-খানকার লোক। তোমার পরিচর্য্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছি।

প্রমোদা। আমার কি হইয়াছে? আমার দিদি কোথায়?

ধাত্রী। তোমার আবার দিদি কে?

প্রমোদা পুনরায় তাহার মুখপানে চাহিল। কিছু বুঝিতে পারিল না। দয়ামমতাবর্জ্জিত সে কঠোরভাবাপন্ন মুখদর্পণে কোন ছায়াই প্রতিফলিত হইল না। অধিকতর ব্যাকুলা হইয়া প্রমোদা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি কথা! আমার আবার দিদি কে? কেন, আমরা দুই বোন, তোমরা কি জান না? আমার নাম প্রমোদা। দিদির নাম লিলি।

ধাত্রী। ঐখানেই তোমার ভুল। তোমার মাথা খারাপ

হইয়াছে। তোমার নাম প্রমোদা নয়—তোমার দিদিও কেহ নাই।

প্রমোদা। আমার নাম প্রমোদা নয়! আমার দিদি নাই। তোমরা পাগলের মত কি বকিতেছ? কেন আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছ?

এইবার ধাত্রীর মুখে হাসি আসিল। কহিল, "পাগল মনে করে জগৎ শুদ্ধ সবাই উন্মত্ত, কেবল আমিই প্রকৃতিস্থ। তুমি পুনরায় শয়ন কর, একটু ঘুমাইতে চেষ্টা দেখ, তোমার মস্তিষ্ক এখনই ঠিক হইবে।" তাহার পর সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আহা, এমন মেয়ের মাথায় এমন খেয়াল চাপে।"

প্রমোদা বিকৃতস্বরে কহিল, "খেয়াল! আমার মাথায় খেয়াল চাপিয়াছে! না না, আমি বেশ প্রকৃতিস্থ আছি, আমার কোন অসুখ নাই। তোমরা একখানা গাড়ী ডাকিয়া আমায় বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও। * * * নং রসারোডে আমার বাড়ী। আমি মিস্ প্রমোদা দত্ত।"

ধাত্রী। আবার ভুল বকিতেছ। তুমি মিস্ প্রমোদা নও। পরশ্ব প্রমোদার মৃত্যু হইয়াছে—আজ তাহার সমাধি।

প্রমোদা। মৃত্যু হইয়াছে! সমাধি! মিথ্যা কথা! কে তোমাদিগকে এ কথা বলিল? আমার দিদিকে ডাক, তোমাদের সকল ভ্রম দূর হইবে। আমি প্রমোদা—আমি বার বার বলিতেছি, তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না কেন? তোমরা কে?

ধাত্রী। আমরা এই বাতুলালয়ের পরিচারিকা বা ধাত্রী।

প্রমোদার মুখ শুখাইল। বিকৃতকণ্ঠে জড়িতস্বরে কহিল, "বাতুলালয়ের ধাত্রী! তবে কি এটা বাতুলালয়? কে আমাকে এখানে আনিল?"

ধাত্রী। তোমার কয়েক জন বন্ধু।

প্রমোদা। বন্ধু না শত্রু? আমি বাতুল—আমার মাথা, খারাপ হইয়াছে—আমি পাগলা হাঁসপাতালে! একি কথা! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! না না, সত্য করিয়া বল, তোমাদের পায়ে ধরি, একজন অসহায়া যুবতীর সহিত প্রতারণা করিও না—সত্য করিয়া বল, আমি এখানে কেন?

ধাত্রী। আমাদের যাহা বলিবার বলিয়াছি, তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর। বেলা ১০টার সময় তোমার আহার লইয়া পুনরায় আসিব।

প্রমোদা। না না, যাইও না—আমার এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া—

প্রমোদার কথা শেষ হইল না। বিনয়-বধিরা ধাত্রীরা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, দ্বার রোষপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। প্রমোদা অনেকক্ষণ নীরব নিস্পন্দ শয্যার উপর বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, "এ কি ব্যাপার! কাল সন্ধ্যার সময় বেশ সুস্থ শরীরে আপন কক্ষে শুইয়াছিলাম। আজ সকালে চক্ষু মেলিয়া দেখি, এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে আসিয়াছি। ইহারা বলে কি? আমি প্রমোদা নই, তাহার মৃত্যু হইয়াছে—আমার দিদি নাই। আমি পাগল—আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমায় এখানে রাখিয়া গিয়াছে। কিছুইত বুঝিতে

পারিতেছি না। সত্যই কি আমি পাগল? না না, এই ত আমার বেশ জ্ঞান রহিয়াছে। পাগল নই—এখনও পাগল হই নাই, কিন্তু ইহারা আমায় পাগল করিবে। এ ভয়ঙ্কর স্থানে দুই চারি দিন থাকিলেই আমি পাগল হইব। আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইব। কি ভয়ঙ্কর কথা—আমি পাগল! আমার দিদি কোথা? সেই কি আমায় পাগল ভাবিয়া, পাগলা-গারদে পাঠাইয়াছে। অসম্ভব! আমার দিদি আমায় কত ভালবাসে—কত আদর করে—তাহার সে ভালবাসা, আদর কি তবে মৌখিক? সেই কি তবে আমার এই সর্ব্বনাশ করিল? আমায় বাতুলালয়ে বন্দিনী রাখিয়া আপনার কোন অভিষ্ট সিদ্ধ করিল? কে জানে, কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না।"

হতভাগিনী ক্লান্ত হইয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। নীলনলিনীবৎ যুগলনেত্র ফাটিয়া অশ্রুপ্রবাহ বহিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা দশটার সময় হেলেনা বিবি ধাত্রীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া প্রমোদার কক্ষে প্রবেশ করিল। দ্বারোদঘাটনের শব্দে প্রমোদার নিদ্রাভঙ্গ হইল - শশব্যস্তে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ধাত্রীদ্বয়ের একজনের হস্তে আহার্য্য, অপরের হস্তে পানীয় প্রভৃতি।

হেলেনা-বিবিকে দেখিয়া, অশ্রুসিক্তলোচনা প্রমোদা ছুটিয়া আসিয়া, তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল এবং কাতরকণ্ঠে কহিল, "আমায় ছাড়িয়া দাও—তুমি যেই হও, তুমি আমার মা। আমি বড় বিপন্না, আমাকে আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও।"

হেলেনা। তোমার বাড়ী কোথা?

প্রমোদা। * * * নং রসারোডে। আমার নাম প্রমোদা।

হোলেনা। মা! তুমি আমার এখানে থাক, তোমার কোন অযত্ন হইবে না। তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে। তুমি প্রমোদা নও—তোমার বাড়ীও * * * নং রসারোডে নয়। প্রমোদা মরিয়াছে।

এই সময়ে পার্শ্বের কক্ষ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা। উহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না। এ ডাকিনীরা দিনকে রাত করিতে পারে।"

হেলেনা বিবির মুখ আরক্তিম হইল। কর্কশস্বরে ধাত্রীকে কহিল, "দেখিয়া আয় ত, কে ও রকম করিতেছে।"

ধাত্রী প্রস্থান করিল। প্রমোদা পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার উদ্দাটনের শব্দ শুনিতে পাইল। তাহার পরেই প্রহারের শব্দ এবং করুণক্রন্দনধ্বনি। প্রমোদার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সত্যই ইহারা ডাকিনী। হেলেনা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, "তুমি মা! উহাদের কথায় কাণ দিও না। এস, আহার কর। ভয় কি তোমার—শীঘ্রই তুমি আরাম হইবে।"

প্রমোদা। কেন, আমার হইয়াছে কি? তোমরা কি আমায় পাগল ঠাওরাইয়াছ? না মা, আমি পাগল নহি। তুমি বা তোমার সঙ্গিনীরা যেমন প্রকৃতিস্থ, আমও সেইরূপ প্রকৃতিস্থ। আমার জ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি অবিকৃত আছে। আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দাও, আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব। আমার অভাব কিসের, আমি ধনীর দুহিতা—তুমি যত টাকা চাও দিব, আমায় মুক্ত করিয়া দাও—আমি পাগল নই, আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে নাই।

হেলেনা। তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। আহার কর, আমি চলিলাম।

হেলেনা বিবি ধাত্রীর সঙ্গে প্রস্থান করিল। দ্বার পূর্ব্ববৎ বাহির হইতে অর্গলরুদ্ধ হইল। ভাগ্যচক্রে নিষ্পেষিতা হত-ভাগিনীর ক্রন্দন ভিন্ন আর কি সম্বল আছে? আহার পড়িয়া থাকিল, হতভাগিনী কক্ষতলে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল, "কেহই কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না? সকলেই কি আমাকে উন্মাদিনী ভাবিবে? হা ঈশ্বর! তবে সত্যই কি আমি পাগল?

ত্রয়োদশ শাখা।

—০—

সমাধিক্ষেত্রে।

বেলা দুইটা বাজিবার পূর্ব্ব হইতেই বহু নর-নারী রসা-রোডের * * নং বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। আজ প্রমোদার নশ্বর দেহের সমাধি।

বেলা দুইটা বাজিল। কক্ষ হইতে কফিনটীকে বাহির করিয়া বিস্তৃত দালানের মধ্যস্থলে সংরক্ষণ করা হইল। শবাধারের উপর এত সুগন্ধি কুসুমবর্ষিত হইল যে, অল্পকালের মধ্যেই সে স্থানে স্তূপাকার ফুল ভিন্ন কফিনের আর কোন অংশই পরিদৃষ্ট হইবার উপায় রহিল না।

প্রমোদা স্বভাবের কোমলতা এবং কমনীয়তায় পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিল। তাহার মৃত্যুতে, আজি তাহার বন্ধুবান্ধব সকলেই শোকাকুল। সকলের মুখেই বিষণ্ণতা—সকল চক্ষেই সঞ্চিত অশ্রুবিন্দু। কাহারও মুখে একটা শব্দ নাই—যেন এক খানি বিষাদময়ী নীরবতা আসিয়া সকলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

বর্ত্তমান অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমবেত দর্শকমণ্ডলী কিন্তু একটা বিষয়ে কিছু বিস্মিত। এখানে চিরন্তন প্রথার কিছু ব্যতিক্রম

ঘটিয়াছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে সকল স্থানেই কফিনের ডালা খোলা থাকে; বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন চিরদিনের জন্য এক-বার নয়ন ভরিয়া, আশা মিটাইয়া উপরতের মুখখানি দেখিয়া লয়। এই দেখা শেষ দেখা। আজ সে দেখায় বাধা পড়িল ভাবিয়া, সকলেই ম্রিয়মাণ। কেহ ভাবিল, বোধ হয়, পরে খোলা হইবে, কেহ ভাবিল, না—আর খোলা হইবে না।

এদিকে ধর্ম্মযাজক মহাশয় শবদেহের শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া, তাৎকালিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রমুগ্ধবৎ শোকবিমূঢ় দর্শকমণ্ডলী নীরব নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান হইয়া, কুসুমভূষিত শবাধারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সময়ে বহির্দ্বারে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। একজন যুবক গাঁড়বানকে ভাড়া দিয়া ত্বরিতপদে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তঁহাকে দেখিবামাত্র নীরবতার শৃঙ্খল যেন একটু শিথিল হইল—সকলের মুখেই যেন একটা অস্ফুট বিষাদের স্বর বাজিয়া উঠিল। যুবক প্রমোদার ভাবী পতি—বাগচী সাহেব।

বাগচীকে দেথিবাত্র লিলির রুদ্ধ শোকাবেগ সান্ত্বনার বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার হা হুতাশ, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস এবং অজস্র অশ্রুবর্ষণে জনমাত্রেরই হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। হইল না কেবল পককেশ এক বৃদ্ধ ফিরিঙ্গির। তাহার চক্ষে এ দৃশ্যটা তত ভাল বোধ হইল না। বৃদ্ধের ভাল বোধ হউক আর না হউক, লিলি কিন্তু কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইয়া দিল। সমবেত সকলে মিলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বড় চঞ্চল প্রকৃতির লোক। যেখানে পাঁচজন একত্র, বৃদ্ধ অমনি সেইখানে তাহাদের পশ্চাতে গিয়া নীরবে দণ্ডায়মান। তাহার মাথার কেশজাল কাসকুসুমের ন্যায় শুভ্র এবং দেহযষ্টি বিনত হইলেও তাহার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি বড়ই প্রখরা। অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কর্ম্মের প্রতি অলক্ষ্যে তাহার বক্রদৃষ্টি সংযোজিত এবং অতি মৃদু-উচ্চারিত শব্দটী পর্য্যন্ত তাহার শ্ররবণেন্দ্রিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছিল না।

এই বৃদ্ধ আমাদের পরিচিত স্বনামখ্যাত ডিটেক্‌টিভ হরিনাথ বাবু। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যেও যদু বাড়ী ফিরিল না— তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। গাড়বানের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, এবং নিজে অনুমান করিয়া যাহা প্রতি-পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা হইতে সমস্ত বিষয়টার একটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইলেন। রসারোডের * নং ভবনের সকল ঘটনা তাঁহার চক্ষে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমা-ণিত হইল না। তিনি খ্রীষ্টান সাজিয়া সমাধিস্থলে সমবেত বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে আসিয়া মিশিলেন।

পাদরি সাহেব মৃতের পারলৌকিক মঙ্গলবিধানার্থ উপাসনার পর সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি মিস্ লিলি বিবি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, মৃতদেহ অকস্মাৎ পচিতে আরম্ভ হইয়াছে, মুখাকৃতিতে বিকৃতি ঘটিয়াছে সুতরাং কফিনের ডালা আর খোলা হইবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই অধিকতর বিমর্ষ হইল। বাগচী সাহেব অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "মৃতদেহে যতই পরি-বর্ত্তন ঘটুক না কেন, আমাকে একবার প্রমোদাকে দেখিতে

দাও। প্রমোদার সহিত আমার বিবাহ না হইলেও, আমাদের হৃদয়ের বিনিময় হইয়াছিল—আমার এ হৃদয় প্রমোদাময়! আমাকে একবার জন্মের মত তাহাকে দেখাও।”

অণ্ডারটেকার জন কহিল, “মহাশয়! ক্ষমা করুন; মুখখানা এত বিকৃত হইয়াছে যে, দেখিলে আপনি ভয় পাইবেন। এরূপ অবস্থায় লিলি বিবি আমাকে কফিনের ডালা খুলিতে নিষেধ করিয়াছেন।”

অগত্যা বাগচী সাহেব লিলি বিবির শরণাপন্ন হইলেন। অনুনয় করিয়া কহিলেন, “মিস্ লিলি! তুমি জান, আমি প্রমোদাকে কত ভালবাসিতাম, সেই ভালবাসার দোহাই দিয়া তোমাকে বলিতেছি, একবার মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে আমার প্রিয় প্রমোদাকে দেখিতে দাও। আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা কেন অতৃপ্ত রাখিবে?”

লিলির মুখেও সেই কথা। অধিকন্তু লিলি বিবির এই সময়ে শোকপ্রবাহ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহা দেখিয়া বাগচী সাহেব তাহাকে আর অধিক অনুরোধ করিতে সাহসী হইলেন না। নিরাশার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির মত একস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার দুঃখে ব্যথিত এবং মর্ম্মাহত হইলেন।

কিছু বিলম্বে একজন পরিচারক আসিয়া বাগচী সাহেবকে কহিল, “আপনি এবং মিস্ লিলি এক গাড়ীতে যাইবেন।” তিনি সম্মত হইলেন। পরিচারক প্রস্থান করিল। হরিনাথ বাবু বাগচীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিস্ প্রমোদা কি আপনার বাকদত্তা পত্নী?”

বাগচী। হাঁ মহাশয়!

হরি। সমাধিকার্য্য শেষ হইলে, কোন্ স্থলে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে?

বাগচী। আপনি কে মহাশয়?

হরি। আমি প্রমোদার একজন পুরাতন বন্ধু। সেখানে আপনার সহিত কোন বিষয়ে দুই চারিটী কথাবার্ত্তা কহিতে ইচ্ছা করি।

বাগচী। এমন কি বিশেষ কথা?

হরি। আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বাগচী। আচ্ছা, কোথায়—কখন আপনার সাক্ষাৎ পাইব বলুন?

হরিনাথ বাবু স্থান এবং সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মিষ্টার বাগচী লিলির নিকট প্রস্থান করিলেন।

শববাহকেরা আসিয়া শবাধার লইয়া চলিল। দর্শকমণ্ডলী নীরবে বিষণ্ণমুখে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অশ্রুসিক্তাননা ম্লানবদনা লিলি-বিবি প্রিয় ভগিনীর শোকে বিহ্বলা। চলিতে একান্তই অশক্তা। মিষ্টার বাগচী তাহাকে ধরিয়া অনিতে লাগিলেন। বাহিরে গাড়ী প্রস্তুত ছিল উভয়ে আরোহণ করিলেন।

শবাধার কৃষ্ণাশ্বসংযোজিত মসিবিনিন্দিত শকটের উপর সংস্থাপিত হইল। কৃষ্ণবেশধারী চালক শকট চালাইয়া দিল। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যাঁহারা গোরস্থান পর্য্যন্ত যাইবেন, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল; সকলে শকটারোহণে সমাধিক্ষেত্রাভিমুখীন হইলেন।

হরিনাথ বাবু নিকটস্থিত আস্তাবল হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া পূর্ব্বোক্ত দলের অনুসরণ করিলেন। তিনি যখন সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন কফিন ভূগর্ভস্থ খিলানকরা প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপিত হইতেছে। অদ্য কফিন এই অবস্থাতেই থাকিবে, কল্য মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইবে।

শীঘ্রই এ কার্য্য সমাধা হইল। হতভাগ্য যদু অপরাপর মৃতদেহের সহিত মৃত্তিকানিম্নস্থ প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপিত হইল। লৌহকবাট তালাবদ্ধ হইল। সকলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুর্দ্দশ শাখা।

—০—

পরামর্শ।

এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাঙ্কেতিক স্থলে হরিনাথ বাবুর সহিত মিষ্টার বাগচী সাহেবের সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর ডিটেক্‌টিভ যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনাকে একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং স্থিরচিত্ত যুবক বলিয়াই আমার প্রথমাবধি ধারণা জন্মিয়াছে।"

বাগচী। আপনার ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। আমরা বন্ধু বান্ধবেরা সর্ব্বদা আমার এই গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে।

হরি। আপনাকে আমার গুটীকতক কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আশা করি, আপনি অসঙ্কোচে আমার কথায় উত্তর দিবেন।

বাগচী। আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন, আমার নিকট প্রকৃত উত্তর পাইবেন।

হরি। বেশ! মৃত যুবতী আপনার ভাবীপত্নী, অদ্য শেষ মুহূর্ত্তে আপনি একবার তাহাকে দেখিতে চাহিলেন কিন্তু তাহারা আপনাকে দেখাইল না কেন?

বাগচী। এ বিষয়টা আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। শুনিলাম, গত কল্যও কফিন খোলা হইয়াছিল, এবং যে যে

প্রমোদাকে দেখিতে আসিয়াছিল, সকলেই বলিল, তাহার মুখাকৃতি বা সুন্দর দেহের কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আর কেনই বা ঘটিবে? এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটন অসম্ভব। সকলেরই মুখে শুনিলাম, কাল তাহাকে মৃত অপেক্ষা সুপ্ত বলিয়াই অনেকের ধারণা জন্মিয়াছিল।

হরি। এ কথা আমিও শুনিয়াছি। আমার ধারণা—ধারণা কেন, বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ঘটনাটী যাহা দেখিতেছেন, তাহা নয়—ভিতরে আরও কিছু আছে।

বাগচী শিহরিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধের মুখের দিকে খরদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলেন কি! ভিতরে কিছু আছে?

হরি। আমার কথাগুলি বেশ মনোযোগ দিয়া শুনুন;—সমাধির পূর্ব্ব দিবসে মৃতদেহ কফিনের মধ্যে স্থাপন করিতে হচরাচর দৃষ্ট হয় না, বিশেষতঃ এই বর্ত্তমান ঋতুতে ইহার আবশ্যকতা একেবারেই লক্ষিত হয় না। প্রমোদা কাল সমস্ত দিবস কফিনের মধ্যে ছিল। তাহার পর এত অল্প সময়ের মধ্যে মৃত শরীর বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমিত বিশ্বাস করিতে পারি না। কাল যাহারা প্রমোদার মৃতদেহ দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই বলিতেছে, 'প্রমোদাকে সহসা দেখিলে মৃত বলিয়া বোধ হয় না, যেন ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে।' লিলি বিবি প্রভৃতির মুখে আজ মৃতদেহের পরিবর্ত্তনের যেরূপ বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না। মৃতদেহ পচিতে আরম্ভ করিলে, কাল নিশ্চয়ই অপর লোকে তাহার কোন না কোন নিদর্শন দেখিতে পাইত। কেমন, এ কথাগুলি কিরূপ বোধ হয়?

বাগচী। আমারও মনে এই কয়টী প্রশ্ন স্বতঃ উদিত হইয়াছিল।

হরি। এ প্রশ্নের কি মীমাংসা করিয়াছেন? কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কি?

বাগচী। না, আমি ইহার কোনরূপই মীমাংসা করিতে সক্ষম হই নাই। আমি ইহার বিষয় যতই ভাবিতেছি, ততই আমার অন্তর মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। এ যেন একটা প্রহেলিকা—আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি ইহার কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছে না।

হরি। যখন তাহারা কফিনের ডালা খুলিয়া, আপনাকে মৃতদেহ দেখাইতে অস্বীকার করিল, আমি আপনার মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার একটা ছায়া দেখিয়াছিলাম।

বাগচী। হাঁ সত্য। যে কোনরূপে আর একবার প্রমোদাকে দেখিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আমার সে প্রয়াস বা উদ্যম বিফল ভাবিয়া, আমি এখন নিরস্ত হইয়াছি।

হরি। কেন?

বাগচী। কেন বলিতেছি;—প্রমোদার ভগ্নী যখন আমাকে প্রমোদাকে দেখাইতে অস্বীকার করিল, তখন সে স্থলে বলপ্রকাশ বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা আমার পক্ষে অর্ব্বাচীনতা মাত্র। এখন অন্য উপায়ে আমি আমার মনস্কাম সিদ্ধ করিতে পারি—যাহাকে যৌবনের আবেগময়ী ভালবাসার কোলে স্থান দিয়াছি, যাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সুখে দুঃখে জীবনান্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহাকে আর একবার

দেখিতে হইলে, এক দুঃসাহসিককার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। রাত্রিকালে সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, কৌশলে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ পরিদর্শন করিতে হয় কিন্তু সেকার্য্য এক একদিকে যেমন দুঃসাহসিকতাপূর্ণ, অন্যদিকে সেইরূপবিপদমূলক।

হরি। মনে করুন, যদি কেহ আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করে, আপনার সহিত সমাধিক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত থাকে তাহা হইলে আপনি কি করেন?

বাগচী সাহেব পুনরায় চমকিয়া উঠিলেন। কম্পিত হস্তে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া, কম্পিতস্বরে কহিলেন, "কি কহিলেন?"

হরি। অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহের সময়ে আমি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, কফিনের ডালা খুলিব, আপনি আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছেন?

বাগচী। আপনি যাইয়া কফিনের ডালা খুলিবেন! আপনি কে মহাশয়? প্রমোদার সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?

হরি। কিছুই না। আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। আমি হিন্দু—সে খ্রীষ্টান।

বাগচি। তবে আপনি এ কার্য্যে কেন হস্তক্ষেপ করিতেছেন? কেন কফিনের ডালা খুলিয়া প্রমোদাকে দেখিতে যাইতেছেন?

হরি। আমার একবার দেখিবার আবশ্যক হইয়াছে। দেখিব,—কফিনের মধ্যে কি আছে।

বাগচি। কি আছে! কফিনের মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য আপনার কৌতুহল জন্মিয়াছে? সত্য করিয়া বলুন, আপনার অভিপ্রায় কি?

হরি। ইহা অপেক্ষা সহজ কথায় এখন আর আমি

আপনাকে বুঝাইতে অক্ষম। এখন আমার আর কৌতূহল নাই—এখন কর্ত্তব্য—কফিনের মধ্যে কি আছে দেখ।

বাগচি। আপনার মনে তাহা হইলে সন্দেহ জন্মিয়াছে, কফিনের মধ্যে প্রমোদার মৃতদেহ নাই?

হরি। আমার সন্দেহ অমূলক হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহার সত্যাসত্য না জানিয়া, কিছুতেই নিরস্ত হইব না?

বাগচি। কিন্তু আপনার এরূপ সন্দেহ করিবার কারণটা কি?

হরি। পরে বলিতেছি, অগ্রে আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। লিলির স্বভাব চরিত্র কেমন? তাহাকে আপনার কিরূপ প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হয়?

বাগচি। প্রমোদার মত লিলির স্বভাব তত সরল নয়, আমি তাহাকে কখনই বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজ দুই বৎসরের মধ্যে তাহার চরিত্রে কোন সন্দেহ করিবার কারণও ঘটে নাই।

হরি। তাহাদের পিতার উইলখানি আপনি দেখিয়াছেন কি? তাহাতে কি লেখা আছে পড়িয়াছেন কি?

বাগচি। না।

হরিনাথবাবু ইহার মধ্যে উইল সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, সমস্তই বাগচি সাহেবকে বলিলেন। তিনি শুনিয়া কহিলেন, "আপনাকে আমার কোন সুদক্ষ পুলিসকর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হইতেছে।"

হরিনাথবাবু একটু হাসিলেন। বাগচি কহিলেন, "তাহা হইলে, আপনার বর্ত্তমান বেশও বোধ হয় ছদ্মবেশ আপনার মুখেই শুনিলাম, আপনি বাঙ্গালী, স্বকার্য্য সাধনের জন্য খৃষ্টান ফিরিঙ্গি সাজিয়া খৃষ্টানদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়াছেন।

হরি। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়।

তাহার পর তিনি যদু সম্বন্ধীয় তাবৎ ঘটনা এবং প্রাতঃকাল হইতে অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, সমস্তই বর্ণন করিলেন। বাগচী সাহেবও এখন ডিটেক্‌টিভ বাবুর সন্দেহের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আমি আপনার সহিত যাইব, দেখিব কফিনের মধ্যে কি আছে। আমার মনেও ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে।"

পরামর্শ ঠিক হইল। পরস্পর কোন্ স্থলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিলিত হইবেন, নির্দ্ধারণ করিয়া, উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ শাখা।

উদ্ধার।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ধীরে ধীরে, অতি ধীরে যদুর জবনীশক্তি ফিরিয়া আসিল। ঔষধবিশেষের তীব্রশক্তি তাহার জীবন-প্রবাহকে এতক্ষণ নিরুদ্ধ করিয়া, তাহাকে মৃতবৎ করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে সে শক্তির হ্রাস হওয়াতে, ধমনীমুখে শোণিতপ্রবাহ ধীরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল, নাসিকায় নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিল। ক্রমশঃ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব শৈত্য এবং জড়তা অনুভব করিতে লাগিল। কোথায়, কি অবস্থায় পতিত, কিছুই নিরাকৃত হইল না।

যদু যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মস্তিষ্কমধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। বিমলিন-স্মৃতিদর্পণে কোন বিষয়েরই সুস্পষ্ট আকৃতি প্রতিফলিত হইল না। চারিদিকে ঘনান্ধকার - যেন কোন নিবিড় মসীময় অন্ধকারস্তূপমধ্যে তাহার অস্তিত্ব নিমজ্জিত। চারিদিকের বদ্ধবায়ু গুরুভাবাপন্ন, তাহার আকর্ষণে বালকের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

চিন্তাশক্তির পরিচালনে ক্রমশঃ যদুর মস্তিষ্ক পরিষ্কার এবং

নির্ম্মল হইয়া আসিল। পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। হস্তপদ আড়ষ্ট এবং আবদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। সহসা বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় তাহার স্মৃতিপটে তাহার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হইল। যদু মনে মনে কহিল, "তাহা হইলে সত্যই তাহারা আমাকে কফিনের মধ্যে পুরিয়াছে। কিন্তু আমি এখন কোথায়? তাহাদের বাড়ীতে, না কবরের মধ্যে? শেষটাই যেন সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানকার বাতাস বড় শীতল, বড় চাপা চাপা—নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে। কাহারও কোন সাড়া-শব্দপাইতেছি না—সমস্ত নীরব। এরূপ ভয়ঙ্কর নীরবতার মধ্যে ত কখন বাস করি নাই। উঃ, কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! কি শোচনীয় পরিণাম!"

যদু অবসন্নদেহে আবার কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া রহিল। হস্তপদ আবদ্ধ, নাড়িতে পারিতেছে না, মুখ বাঁধা, কথা কহিবার শক্তি নাই—কেবল অন্তরে অন্তরে এই লোমহর্ষণ ঘটনার ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিতেছে।

বাস্তবিক যদুর মত এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কেহ কখনও পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। কোন মানবের জীবন-রঙ্গমঞ্চে কখনও এরূপ ভয়াবহ লোমহর্ষণ ঘটনার অভিনয় হইয়াছে কি না, কাহারও মনে পড়ে না। ভাবিতেও হৃদয়ের উষ্ণ-শোণিতপ্রবাহ শীতল হইয়া আইসে—মস্তিষ্ক মধ্যে বিদ্যুতাগ্নির বিষম প্রদাহ উপস্থিত হয়। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! এ অবস্থা কালী কলমে লিখিয়া লোকের গোচর করা যায় না—চিন্তাতে কতকটা অনুভব করা যায় মাত্র—কিন্তু চিন্তাশক্তিও এস্থলে জড়তা প্রাপ্ত হয়, কল্পনার মুখে কালিমা পড়ে। হস্তপদআবদ্ধ—

ক্ষুদ্র এক কফিনের মধ্যে শায়িত। সে কফিন সম্ভবতঃ মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত। মৃত্যু সহস্র বিভীষিকাজাল বিস্তৃত করিয়া, বিকটবেশে শিয়রে দণ্ডায়মান। নিকটে আত্মীয় নাই, স্বজন নাই—জনমানবশূন্য কোন নিভৃত অজ্ঞাত প্রদেশে মৃত্যুর পার্শ্বে একাকী শায়িত। রোগের যন্ত্রণায় দেহীর জ্ঞানবুদ্ধি ক্রমশঃ বিলোপপ্রাপ্ত হইতে থাকে, শেষে মৃত্যু আসিয়া চিরদিনের নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া দিয়া যায়! সে মৃত্যুতে আর যদুর মরণে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। যদু নীরোগ, সুস্থদেহ, কোন রোগ নাই, তথাপি মৃত্যু অল্পে অল্পে তাহাকে গ্রাস করিয়া বসিতেছে। ভাব দেখি; এ মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর!

দুর্ভাগ্য বালক জড়বৎ কফিনের মধ্যে পড়িয়া রহিল। তাহার বাহ্য প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ বাত-বিক্ষুব্ধ অম্বুধিগর্ভের ন্যায় দুর্ভাবনার তরঙ্গাঘাতে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত। অল্পে অল্পে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে করাল কাল দারুণ বিভীষিকাজাল বিস্তার করিয়া, তাহাকে গ্রাস করিয়া বসিতেছে। অবসন্নকায় আশামাত্রপরিহীন হতভাগ্য বালক নীরবে অন্তিমমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সহসা যদু চমকিয়া উঠিল। কি যেন, কিসের শব্দ অস্পষ্ট তাহার কর্ণপটহে প্রতিঘাত করিল। ঐ আবার! যদু শিহরিয়া উঠিল। নিবিড়ান্ধকার কালিমাময়ী আকাশের অঙ্ক আলোকিত করিয়া, ক্ষণদা যেমন জলদকোলে বিলুপ্ত হয়, নিরাশার ঘন-কুহেলিকাচ্ছন্ন ঘোরতামসে নিমগ্ন যদুর অন্তরাকাশেও মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন কিসের একটা আশার প্রদীপ্তজ্যোতি জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। যদু ভাবিল,

তাহার ভ্রম। কিন্তু না—না—ঐ যে, আবার কিসের শব্দ! পুলকে অন্তর পূর্ণ হইল—আনন্দে বক্ষস্থল নাচিয়া উঠিল। ঐ! ঐ! আবার! না, কথনই তাহার ভ্রমনয়! নিশ্চয় কেহ তাহার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতেছে। কে আর আসিবে? তাহার বিপদবন্ধু হরিনাথ ভিন্ন এ বিপদ হইতে কে আর তাহাকে উদ্ধার করিবে?

বাস্তবিকই তাই। হরিনাথ বাবু বাগচী সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সমাধিস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া, হরিনাথ বাবু আলোক জ্বালিলেন, তাহার পর কৃত্রিম চাবির সাহায্যে খিলান ঘরের দ্বার খুলিলেন। উভয়ে অতি সাবধানে নীরবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরিনাথ বাবু পূর্ব্ব হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ে ধরাধরি করিয়া কফি-নটী খিলানের মধ্য হইতে বাহিরে আনিলেন। যদুর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

হরিনাথ বাবু যন্ত্র সাহায্যে কফিনের ডালা খুলিতে আরম্ভ করিলেন। অনতিবিলম্বে স্ক্রুপগুলি খোলা হইল। ডালা তুলিবার পূর্ব্বে হরিনাথ বাবু একবার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বাগচী সাহেবের মুখমণ্ডল গম্ভীর, অধরোষ্ঠ পরস্পরের উপর দৃঢ় সংস্থাপিত। তিনি বাগচী সাহেবকে আলোকটী তুলিয়া ধরিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "বাগচী সাহেব! দেখুন এইবার—কফিনের মধ্যে কি আছে।"

পরমুহূর্ত্তে কফিনের ডালা খোলা হইল। আলোকের রশ্মি কফিনমধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। যদু মৃতবৎ নিস্পন্দ পতিত থাকি-

লেও, চক্ষুসঙ্কেতে আপনার জীবত্বের পরিচয় দিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। দর্শকদ্বয় ভয়ে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন। হরিনাথ বাবু কহিলেন, "ইহারই নাম যদু—ইহারই কথা পূর্ব্বাহ্ণে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছেন, ষড়যন্ত্রটা কতদূর গড়াইয়াছে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এই সাহসী বীর বালক তাবৎ ঘটনাই পরিজ্ঞাত আছে। আসুন, ইহার বন্ধন মোচন করিয়া দিই।"

দুইজনে ধরাধরি করিয়া যদুকে কফিনের মধ্য হইতে বাহির করিলেন। অচিরাৎ তাহার হস্তপদ এবং মুখের বন্ধন বিমুক্ত হইল। ঔষধের তীব্রশক্তি এবং দীর্ঘকাল অনশনে রুদ্ধ বায়ু-মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে, যদুর উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল। যদু চেষ্টা করিয়াও উঠিয়া বসিতে পারিল না। তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছিল। হরিনাথ বাবু বিচক্ষণ বহুদর্শী পুলিস কর্ম্মচারী—দূরদর্শিতা তাঁহার বিলক্ষণ। পকেটে করিয়া কতকগুলি অতি আবশ্যকীয় ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তন্মধ্য হইতে একটী শিশি বাহির করিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থ উত্তেজক ঔষধের কিয়দংশ যদুর গলায় ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর উভয়ে তাহার হস্তপদাদির সন্ধি-স্থলসমুহের উপর ধীরে ধীরে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ঐ সকল স্থানে রক্ত চলাচল হইতে লাগিল। যদু উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইল।

হরিনাথ বাবু কহিলেন, "ইহাকে এখন আর অধিক প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়। যত শীঘ্র সম্ভব ইহাকে বাটী লইয়া যাওয়া উচিত। সুস্থ হইলে ইহার নিকট কাল সমস্ত বিষয় জ্ঞাত

হইতে পারিব। এখন এই মাত্র জানিয়া রাখুন, আপনার ভাবী পত্নীর মৃত্যু হয় নাই। ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে কোন স্থানে বন্দিনী আছে।”

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাগচী সাহেব কহিলেন, “কি পৈশাচিক ব্যাপার! এরূপ ঘটনা স্বপ্নেরও অগোচর! যাহা হউক পাপাত্মারা নিশ্চয়ই এই পাপের ফল ভোগ করিবে।”

হরিনাথ বাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, “এখনও আমাদের অনেক কাজ বাকি। কফিনটীকে পূর্ব্ববৎ খিলানের মধ্যে স্থাপিত করিতে হইবে, নচেৎ এরূপ অবস্থায় এখানে পতিত দেখিলে, পাখী উড়িয়া পলাইবে, তখন ধরা সহজ হইবে না।”

বাগচী। ঠিক বলিয়াছেন, আমারও অভিপ্রায় তাই! প্রত্যুষেই জন কফিনটী কবরস্থ করিতে আসিবে। কফিন শূন্য দেখিলে, দলে সংবাদ দিবে।

হরি। যাহতে কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ না জন্মে, আমাদিগকে এরূপভাবে কার্য্য করিতে হইবে। যদি আমরা কফিনের ডালা আঁটিয়া খিলানের মধ্যে রাখিয়া যাই, কাল প্রত্যুষে কফিন উত্তোলন করিবার সময় ইহার গুরুত্বের অনেক লাঘব দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইতে পারে, সুতরাং এ স্থলেও আমা-দিগকে এক কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে।

বাগচী সাহেব ডিটেক্‌টিভ বাবুর বুদ্ধির প্রাখর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন। হরিনাথ বাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহি-লেন,, “ঐ দেখুন, কতকগুলা ইষ্টক রহিয়াছে, আসুন, ইহার দ্বারা কফিনটী পূর্ণ করি।”

কফিনের মধে সম্ভবমত ইষ্টক পূর্ণ হইলে, হরিনাথ বাবু ডালা পূর্ব্ববৎ অাঁটিয়া দিলেন। কফিন পুনরায় খিলানের মধ্যে সংস্থিত হইল। হরিনাথ বাবু কক্ষের দ্বার পূর্ব্ববৎ তালাবদ্ধ করিয়া আলোক নিভাইয়া দিলেন। যদু এখনও সম্পূর্ণরূপে চলিতে সমর্থ হয় নাই। দুইজনের স্কন্ধে দেহভার ন্যস্ত করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সকলে গোরস্থানের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র এক ব্যক্তি তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রলোকে হরিনাথ দেখিলেন, সম্মুখস্থ ব্যক্তি একজন পুলিস প্রহরী। সে ব্যক্তি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমরা? এত রাত্রে এখানে কি করিতেছিলে।

হরিনাথ বাবু অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আমি একজন পুলিস অফিসর। এই ছোঁড়াটা সাহেবের পকেট মারিয়াছিল, ইহাকে বামাল সমেত এই স্থানে হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছি!" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে নিদর্শনটী বাহির করিয়া দেখাইলেন। প্রহরী সেলাম করিয়া কহিল, "হুজুর! আজকাল পকেটমারার বড়ই দৌরাত্ম্য হইয়াছে।"

হরিনাথ বাবু "হাঁ" বলিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রহরী হাতের রুল ঘুরাইয়া যদুর দিকে চাহিল, ইচ্ছা পকেটমারা বদমায়েস ছোঁড়ার পিঠে ঘা-কতক বসাইয়া দেয় কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সম্মুখে ততদূর সাহস হইল না।

কিছুদূরে গাড়ী ছিল, সকলে তাহাতে আরোহণ করিল। গাড়বান গাড়ী হাঁকিইয়া দিল। যদু গাড়ীতে ঘুমাইতে লাগিল। হরিনাথ বা বাগচি সাহেব তাহাকে সেসময়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা

করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। গাড়ী যথাসময়ে যদুদের বাটীর সম্মুখে থামিল। যদুর মাতামহী যদুর দর্শন পাইয়া মৃতদেহ জীবন পাইলেন। বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হরিনাথ বাবু কহিলেন, "কোন ভয় নাই, উহাকে কিছু খাইতে দিন। আজ আর উহার সহিত অধিক কথা কহিবেন না। বিশ্রাম করিলে শরীর পুনরায় সবল হইবে। আমরা কাল প্রত্যুষে আসিব।"

যদু কিছু আহারাদি করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। হরিনাথ বাবু বাগচি সাহেবের সহিত প্রানস্থ করিলেন।

* * * *

পরদিবস প্রত্যুষে জন লোকজন সঙ্গে লইয়া সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং খিলানের মধ্য হইতে কফিনটী বাহির করিল, তাহার পর একটী কবর খনন করিয়া, তাহার মধ্যে কফিনটী স্থাপন পূর্ব্বক মৃত্তিকা চাপা দিল! এতক্ষণে তাহার তারার একটা মহা দুর্ভাবনা দূর হইল। এ দিকে যে, যদু সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিয়া, তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে, সে বিষয়ে তাহার উপলব্ধিই হইল না।

ষোড়শ শাখা।

—•—

গ্রেপ্তার।

উষার চারুভালে তপনের কাঞ্চন-কিরীট শোভা পাইবার পূর্ব্বেই, হরিনাথ বাবু বাগচী সাহেবের সহিত যদুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদু তখনও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। যদুর মাতামহী তাহাকে জাগাইয়া দিলেন। যদু তাড়াতাড়ি হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। আজ তাহার শরীর বেশ সুস্থ আছে।

যদু আনুপূর্ব্বিক তাবৎ ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিল। হরিনাথ বাবু এবং বাগচী সাহেব গাঢ় মনোনিবেশের সহিত তাহার গল্প শুনিতে লাগিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের কুটবুদ্ধি, পৈশাচিক আচরণ শুনিতে শুনিতে রোষ এবং ঘৃণাবেশে একদিকে তাঁহাদের মুখমণ্ডল যেমন আরক্তিমভাব ধারণ করিতে লাগিল, অন্যদিকে বালকের বুদ্ধিচাতুর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং বিপদে অসীম ধৈর্য্যের কথা শুনিয়া তেমনি শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হরিনাথ বাবু আর কালবিলম্ব না করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, তিনজনে তাহাতে

আরোহণ করিয়া জানবাজরের অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে হেলেনা বিবির বাটিতে না যাইয়া, নিকটস্থ থানায় উপস্থিত হইলেন এবং ইন্‌স্পেক্টর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুইজন পুলিস-প্রহরী সঙ্গে লইলেন।

হেলেনা বিবি প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইতেছিলেন, দ্বারে হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ। পশ্চাতে যদু এবং পুলিস প্রহরীদ্বয়কে দেখিয়া, বিবি সাহেবের মুখ শুখাইল। হরিনাথ বাবু কহিলেন, "তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

বিবি ভীত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "কেন?"

হরি। বলিতেছি, উপরে চল।

বিবি দেখিলেন, তর্ক-বিতর্ক করা বা কোনরূপ বাধা দেওয়া বৃথা। তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। প্রহরীদ্বয়কে দ্বারে রাখিয়া হরিনাথ বাবু যদু এবং বাগচী সাহেবের সহিত উপরে উঠিলেন! প্রমোদা যে ঘরে বন্দিনী ছিল, যদু দেখাইয়া দিল। দ্বার মুক্ত হইল মলিনবেশা অশ্রুসিক্তলোচনা প্রমোদা ছুটিয়া আসিয়া বাগচীর কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রথম দর্শনের আনন্দবেগ কিছু মন্দীভূত হইলে, প্রমোদা কহিল, "মিষ্টার বাগচি! তোমার কৃপাতেই আজ আমি এই ভয়ঙ্কর নরক হইতে উদ্ধার হইলাম।"

প্রমোদা হৃদয়ের আবেগে আরও কত কথা বলিতে যাইতেছিল, মিষ্টার বাগচী বাধা দিয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশে যদুকে দেখাইয়া কহিলেন, "প্রমোদা! আমি কিছুমাত্র ধন্যবাদের পাত্র নই, যদি প্রশংসা করিতে হয়, ধন্যবাদ দিতে হয়, তবে এই বালকবেশী পরোপকারী মহাত্মাকে দাও—ইনি

তোমার জীবনরক্ষক। ইনি তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া, আত্মজীবন বলি দিতে বসিয়াছিলেন। তোমাকে কবরস্থ করিবার জন্য——”

প্রমোদা শিহরিয়া উঠিল। ভগ্নস্বরে কহিল, “কবরস্থ—কফিন!”

বাগচী সাহেব তখন সকল বিষয় তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, “হাঁ—তাহার পর শোন, তোমাকে কবরস্থ করিবার জন্য যে কফিন আনা হইয়াছিল, সেই কফিনে এই বালককে পুরিয়া পিশাচেরা ইহাঁকে সমাধিক্ষেত্রে নীত করিয়াছিল। এই বাবুটীর (হরিনাথ বাবুকে দেখাইয়া) যত্ন পরিশ্রম এবং বুদ্ধিবলে এই বালক এ যাত্রা মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এ বালক না বাঁচিলে আমরা তোমার সন্ধান পাইতাম না। ইহার জীবনবায়ুর সহিত তোমার উদ্ধারের পন্থাও চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইত।”

প্রমোদার চক্ষে জল আসিল। অশ্রুপ্লাবিত কাতরলোচনে যত্নর মুখের দিকে চাহিল। মুখের সহস্র বাক্য অপেক্ষা সে দৃষ্টিতে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সমধিক প্রকাশিত হইল। বাগচী সাহেব পুনরায় কহিলেন, “ইহাঁর নাম হরিনাথ বাবু—ইনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ পুলিস-কর্ম্মচারী।”

প্রমোদা মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। হেলেনা বিবির সম্মুখেই এই সকল কথাবার্ত্তা হইল। সকল বিষয় শুনিয়া বিবি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। হরিনাথ বাবু কহিলেন, “হেলনা বিবি! তোমার গারদখানায় আর কয়টী আছে।”

বিবি লজ্জায় নতমুখী হইলেন। তাহার পর হরিনাথ বাবু অপরাপর কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া, আরও ছয়জন হতভাগিনীকে বাহির করিলেন। তাহাদের মধ্যে দুইজন প্রকৃত উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে চিকিৎসার্থ সাধারণ হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট চারিজন বেশ সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ, তাহাদিগকে তাহাদের অভিলষিত স্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

বাগচী সাহেব হরিনাথ বাবুর পরামর্শে প্রমোদাকে লইয়া আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। হরিনাথ বাবু হেলেনা বিবি এবং তাহার সহকারিণী ধাত্রীদ্বয়কে লইয়া থানায় গেলেন। বাটীর দ্বারে প্রহরী মোতায়েন রহিল।

তৎপরে যদুকে লইয়া হরিনাথ বাবু রসারোডে উপস্থিত হইলেন। মিস্ লিলি এবং টমারি বৈঠকখানায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল; হরিনাথ বাবু কাহাকেও না বলিয়া, একেবারে কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন। টমারি বিরক্ত হইয়া কহিল, "কে হে তুমি? কি দরকার তোমার?"

হরিনাথ বাবু গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, "আমি আর একদিন আসিয়াছিলাম। সেই যে, সেই দিন—সেই একটী বালকের সন্ধান লইতে আসিয়াছিলাম।"

লিলি বিবি বক্রকটাক্ষে প্রণয়াস্পদের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "তা কি হইয়াছে?"

হরি। তুমি তাহার কোন সংবাদ দিতে পারিলে না। তাহাকে পাওয়া গিয়াছে।

যদু পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল। এক্ষণে গুরুর ইঙ্গিতে

সম্মুখে আসিল। লিলি বিবি দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। সাহেবের মুখ শুখাইল—হস্তপদ থর থর কাঁপিতে লাগিল। যদু কহিল, "সাহেব! অত কাঁপিতেছ কেন?"

হরিনাথ বাবু তাহাকে কথা কহিবার আর অবশর দিলেন না। পরমুহূর্ত্তে মিষ্টার টমারির যুগলহস্তে সুদৃঢ় লৌহবলয়ে সুশোভিভ হইল। যুবতী লিলির মৃণালকোমল ভুজবল্লীতেও অয়স্কঙ্কণ পরাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

যথাসময়ে ঘনশ্যাম এবং ভজহরিও বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। জন ইষ্টকপূর্ণ কফিন কবরস্থ করিয়া সমাধি-ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইতেছে, এমন সময়ে যদু গিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার গতিশক্তিরহিত হইল। যদু এক সেলাম ঠুকিয়া কহিল, "সাহেব! দেখিতেছ কি, এ ভুঁইফোঁড় ছেলে। তুমি মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া গোরস্থান হইতে বাহির হইতে না হইতে আমি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।" জন পলায়নের চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া সহজেই আত্মসমর্পণ করিল এবং আপনার দোষ সমস্ত নিজ মুখে স্বীকার পাইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রিটিশ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে মিষ্টার টমারি, মিস্ লিলি, অণ্ডারটেকার জন, উকিল ঘনশ্যাম এবং ডাক্তার ভজহরি, প্রমোদাকে বিষপ্রয়োগ, তাহার বিষয় বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়াস, তাহাকে বন্দিনী করা এবং যদুকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া, সুদীর্ঘ কালের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইল। এদিকে হেলেনা বিবি, এবং তাহার ধাত্রীদ্বয়ও বিচারে যথাযোগ্য দণ্ডপ্রাপ্ত হইল।

এই সকল গোলযোগ মিটিয়া গেলে মিস্ প্রমোদার সহিত বাকচীর শুভপরিণয় সম্পাদিত হইল। কারাগারেই লিলির মৃত্যু হয়। সুতরাং উইলের সর্ত্তানুসারে প্রমোদাই সমগ্র বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া, পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী

সংসার সর্ব্বরী।

[ভব-সংসারের গুপ্তকথা]

মূল্য ২৲ কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য মাসুল সহ ১৷৷০ দেড়টাকা।

এরূপ অপূর্ব্ব গুপ্তকথা, এমন অদ্ভুত রহস্যময় বিচিত্র সংসার-চিত্র আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা বর্ণনার অতীত, কল্পনার বহির্ভূত, সর্ব্বসাধারণের মনঃপূত এক অত্যুৎকৃষ্ট আদিরসপ্রধান রহোন্যাস। যিনি একবার ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তকই "হরিদাসীর গুপ্তকথা" নামে সাধারণে পরিচিত।

হরিদাসীর শিশুকাল হইতে আজীবনের ঘটনা লইয়া, এই গুপ্তকথার সৃষ্টি। হরিদাসীর জীবনী বড়ই বৈচিত্রময়ী। তাঁহার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি সরলপ্রাণে সকলের সম্মুখে জীবনের সুখদুঃখের কথা কহিতে বসিয়াছেন। সেই সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে অনেকের অনেক গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।—সমাজের সর্ব্বপ্রকার লোকের পাপ-পুণ্যের চিত্র বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবসরে পাঠকের সুখদা-সঙ্গিনী, লোক চরিত্র শিক্ষায়, সংসার পরিচয়ে সুনিপুণা শিক্ষয়িত্রী। এমন মুখরোচক, সুখপাঠ্য সুন্দর উপন্যাস পাঠে বঞ্চিত থাকিবেন না। যাঁহারা সত্যকথা শুনিতে চাহেন, সমাজের গুপ্তকাণ্ড দেখিতে চাহেন—দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হইতে চাহেন—কুলটার কুটিলতা হইতে, প্রলোভনের প্রসারিত পাশ হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন—তাঁহাদেরই জন্য এই পুস্তক।

ইহা নারীপাঠ্য। অবাধে আপন আপন প্রণয়িনীর কর-কমলে উপহার দিতে পারেন। পড়িয়া অঙ্কলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীপনা শিখিবেন—পথভ্রষ্টা পাপিনীর পরিণাম দেখিয়া

আত্মদমন করিবেন—সতীর সুখ দেখিয়া জীবনের আদর্শ গড়িবেন। বিরক্তা, অনুরক্তা হইবেন। মুগ্ধা উন্মাদিনী হইয়া সংসারে স্বর্গের সুখ আনিবেন। এতদ্ব্যতীত রায় মহাশয়ের কাণ্ডকারখানা, মাষ্টার বাবুর কর্ত্তিকলাপ, মহিলা-নিগ্রহ, শ্মশান-ভূমে কাপালিক হস্তে হরিদাসীর নির্য্যাতন, গুমখুন, ছাদ হইতে লম্বিত রজ্জুবদ্ধ বাক্সের সাহায্যে নাগর তুলিতে গিয়া তন্মধ্যে রক্তাক্ত মৃতদেহ দর্শনে নাগরীর হৃৎকম্প প্রভৃতি অত্যদ্ভুত অপরূপ চিত্রে পুস্তকখানি পরিপূর্ণ। এমন রহস্যের উপর রহস্যের সৃষ্টি আর কোন পুস্তকে নাই। লেখকের লিপিকৌশলে ঘটনাবলী ঐন্দ্রজালিক মায়ালীলার ন্যায় পাঠকের হৃদয়ে এমন একটা তন্ময়তা আনয়ন করিবে যে, পাঠক মাত্রকেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় পড়িয়া যাইতে হইবে। যতক্ষণ না পুস্তকখানি শেষ হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না।

উপহার—প্রভাত কুমারী।

প্রতাপচাঁদ।

(বিস্ময়কর হত্যা রহস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

মূল্য ১৲ টাকা স্থলে ॥০ আট আনা ভিঃ পিঃ /০।

মল্লিক বাড়ীতে চুরি, রামেশ্বরের রহস্যপূর্ণ আত্মহত্যা, সন্দেহ বশে নবীনের কারাবাস, কুটিলা বিজলীবালার পৈশাচিক ষড়-যন্ত্র, নারকীয় প্রেমের উন্মাদকর বিকাশ, প্রতিভাবান্ন ডিটেক-টিভ প্রতাপচাঁদের বুদ্ধিবলে সকল রহস্যের উদ্ভেদ, রামেশ্বরের গ্রেপ্তার, মেয়ে-গোয়েন্দা বামার বিপদ প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্য আশ্চার্য্য ঘটনায় পুস্তকখানি পুর্ণ। কভারিংএর উপর এক খানি সুন্দর চিত্র আছে।

ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

নূতন উপন্যাস! নূতন উপন্যাস!! নূতন উপন্যাস!!!

হেমচন্দ্র।

[স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর মৃণালিনীর উপসংহার]

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা, ভিঃ পিঃ ৵০ আনা।

উপহার—চিঠিতে খুন (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে চাহিনা, কেবল মাত্র দুইখানি জগদ্বিখ্যাত সংবাদ পত্রের অভিমত পাঠ করুন—

"হেমচন্দ্র—উপন্যাস। বাবু সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থখানি স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনীর উপসংহার,—সুতরাং সকলেই ইহা আদর করিয়া পাঠ করিবেন। গ্রন্থসন্নিবিষ্ট চরিত্র সমুদয় অতিশয় দক্ষতার সহিত বিবৃত হইয়াছে, এবং লেখক যে বঙ্কিমের ভাষা, ভাব ও সৌন্দর্য্যের অনুকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। মৃণালিনী"—কে না পড়িয়াছেন? যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হেমচন্দ্র পাঠ করুন, বিপুল আনন্দ লাভ করিবেন। ছাপা, বাঁধাই অতিশয় সুন্দর হইয়াছে; মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।" (বঙ্গানুবাদ) অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০শে জুলাই, ১৯০২।

"হেমচন্দ্র—উপন্যাস। বাবু সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত, সুরেন্দ্রবাবু একজন বিখ্যাত উপন্যাস লেখক। এই গ্রন্থখানি বঙ্কিমবাবুর "মৃণালিনীর" উসংপহার এবং সেই বঙ্কিমের ভাবে ভাষায় ও ধরণের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে,—ইহাতে গ্রন্থকার অতি উচ্চভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ও চরিত্রচিত্রণ অতি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থখানির ছাপা বাঁধাই পরিপাটী।" (বঙ্গানুবাদ) বেঙ্গলী ২৫শে জুলাই, ১৯০২।

—:০:—

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকা

বিজ্ঞান এবং কাব্য জগতের অমূল্য

প্রেমের বিকাশ।

(বিলাতী বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা।)

মুল্য ১৲ একটাকা ডামাশুল ৶০ আনা।

মলয় আসে, চাঁদের জ্যোৎস্নাভাসে, কোকিলের কুহুতানে, চকোরীর হতাশ পিয়াসে শুধুইত প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা প্রেমই সংসারের বন্ধনী। এমন মোহ মদিরা মাখা যে প্রেম, তাহার তত্ত্ব যদি না বুঝিলাম তবে বুঝিলাম কি? মনুষ্য স্ব ইচ্ছায় প্রেমলাভ ও দান করিতে পারে—যাহাকে ভালবাসতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাকে যে আজ্ঞাকারি করিতে পারে কেমন করিয়া পারে, তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় শিক্ষা দিবার জন্য আমেরিকার নিউইয়র্কনগরে প্রেমের বিদ্যালয় হইয়াছে, আর আমদের দেশে বঙ্গভাষায় একমাত্র পুস্তক—**প্রেমের বিকাশ**। ইহা পাঠ করিলে, জানিতে বুঝিতে ও শিখিতে পারিবেন—প্রেম কি প্রেমের আধার কোথায়, কেমন করিয়া কোথা দিয়া প্রেমের আবির্ভাব হয়, কেন নরনারী পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়, যাহাকে ভালবাসা যায়, কোন বিজ্ঞানবলে তাহাকে ছায়ার মত সঙ্গিনী করা যায়, আদর, সোহাগ, মান, অভিমান, নয়নে নয়নে কথোপকথন, যাহাকে দেখিয়া আপন ভুলিয়াছি, কোন উপায়ে তাহাকে ভুলান যায়, প্রেমক্রীড়া, স্ব ইচ্ছায় পুত্র বা কন্যা উৎপাদন, তাড়িতের ক্রিয়া কোকিল, ভ্রমর, মদন, রতি, বসন্ত, পঞ্চশর, যৌবন সৌন্দর্য্য নর ও নারীর দেহতত্ত্ব, আত্মা কি? আত্মারস্বরূপ কি। ইত্যাদি ৫৬টী মূল বিষয় ও তাহার শাখা বিষয়, উদাহরণ এবং কলিদাস, ভবভূতি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, সেকসপিয়র সারওয়াল্টার স্কট, গোলন্ড স্মিথ, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত কবিগণের প্রেমেরভাব, মধুর্য্য রসাত্মক ব্যাপার ও কাব্যের দৃষ্টান্ত প্রভৃতিতে এই গ্রন্থ পূর্ণ। না পড়িলে এ গ্রন্থের ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন না ভাষা সরল ও মধুর।